

দলের খোলনলচেই বদলাতে চায় তৃণমূল! অভিষেকের ডাকে মেগা বৈঠক সোমবার থেকে!



সোমবার থেকে ক্যামাক স্ট্রিটে শুরু মেগা বৈঠক। থাকছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুরত বক্সী, থাকছেন আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈন। সূত্রের খবর, এই বৈঠক থেকেই জেলার ব্লক সভাপতিদের তালিকা চূড়ান্ত হবে। আইপ্যাকের সমীক্ষার ভিত্তিতে হবে আলোচনা। বৈঠকে ডাক পড়ছে বিধায়ক থেকে জেলা সভাপতিদেরও। এর আগে ২০২২ সালে এরকমই আরও একটি বৈঠক দেখা গিয়েছিল। সেইবারও জেলাওয়ারি বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, জেলার ব্লক সভাপতিদের নিয়ে আইপ্যাক যে তালিকা তৈরি করেছে তা নিয়েই বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে বিধায়কদের সঙ্গে। তারপরই বদলের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। ছবিবিশেষের ভোটে বিরোধীদের এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ তৃণমূল। সে ক্ষেত্রে তৃণমূল চাইছে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে। সে ক্ষেত্রে অভিষেকের ডাকে এই জেলাওয়ারি বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের।

এসআইআর নিয়ে নিজেদের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতেই জটিল নির্বাচন কমিশন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ এসআইআর নিয়ে নিজেদের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতেই জটিল নির্বাচন কমিশন? সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটার না হলে ওই কেন্দ্র কাজ করতে পারবেন না। বিএলও-রা। নির্বাচন কমিশনের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সরকারি কর্মচারী হতে হবে বিএলও-কে। গ্রুপ সি পদের নিচে কেউ এই কাজ করতে পারবেন না। অর্থাৎ গ্রুপ ডি পদের কর্মরত কোনও সরকারি কর্মী এতে অংশ নিতে পারবেন না।



সোজা কথায় ভোটের কাজ করতে পারবেন না আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। তবে গ্রুপ সি-র পাশাপাশি শিক্ষকরা বিএলও হতে পারবেন। কমিশন চাইলে কাউকে সার্টিফিকেট দিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু এত দক্ষ সরকারি কর্মী কোথায় পাবে কমিশন? প্রশ্নের মধ্যেই নির্দেশিকা ঘিরে বাড়ছে চাপানউতের। চাপে যে

‘১০০-র বেশি ডব্লুবিসিএস, ২০ জনের বেশি আইএএস সাহায্য করেছেন’ শুভেন্দু



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ রাজ্য প্রশাসনের একাংশ অফিসাররাই তাঁকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করছেন। এসআইআর বিতর্কের মধ্যেই এবার বিস্ফোরক দাবি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শতাধিক ডব্লুবিসিএল, আইএএস ২০ জন তাঁকে তথ্য দিয়েছেন। এই জন্য অফিসারদের ধন্যবাদ জানালেনও

হতে পারে কাজ। কিন্তু, এই সার্টিফিকেট কীভাবে দেওয়া হবে, কাকে দেওয়া হবে, তা স্পষ্ট হয়নি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ইতিমধ্যেই রাজ্যে বহু শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে। তাতেই চাপ এর বেড়ে গিয়েছে। এখন দক্ষ কর্মী শেষ পর্যন্ত কোথা থেকে পাওয়া যায় সেটাই দেখার।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “বিএলও-দের পরিবর্তন করার জন্য বলেছেন। কিন্তু তা পারবেন না। যা করছেন কমিশন রাজ্যে ভোটার তালিকা তৈরি করতে পারবে না। আর তালিকা তৈরি করতে না পারলে ভোট হবে না। মমতার প্রশাসন নির্বাচন কমিশনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে।” এরপরই তিনি সংযোজন করেন, “ধন্যবাদ প্রশাসনের একাংশকে। ১০০-র বেশি ডব্লুবিসিএল, ২০ জনের বেশি আইএএস সাহায্য করছে।” তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, “তাহলে শুভেন্দু অধিকারীকে প্রেফরার করে তাঁর কাছ থেকে জানতে হবে বিষয়টি। যদি কোনও অফিসার এভাবে একটা সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করে তাহলে সেটা সামনে আসা উচিত। তদন্ত হওয়া উচিত।” বিহারে এসআইআর হওয়ার পর থেকেই এ ব্যাপারে এই নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। আগামী আগস্ট মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে বিএলও-দের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে, এসআইআর-এর জন্য তৈরি রাখা হয়েছে অধিকারিকদের। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছেন, তাঁরই না জানিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, “পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক হাজার লোককে ট্রেনিংয়ের জন্য দিল্লি নিয়ে গিয়েছে। আমি জানতামই না। অনেক সময় ডিএম খেয়াল রাখছেন না। ডিএম-দের চোখ কান খুলে রাখতে হবে। আপনারা তো দেখছেন যারা বাংলা যারা ভাষায় কথা বলছে, তাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে।” মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সরকারি একাংশ কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলছেন, সেই সময় আবার শুভেন্দুর এই দাবি নিতান্তই আরও জল্পনা বাড়াবে।

দুর্গাপূজোর অনুদান বাড়ল ২৫ হাজার

ভোটের আগে কল্পতরু মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জানালেন, এবারে দুর্গাপূজোতে রাজ্যের সব ব্লক ও পুজো কমিটিগুলো পাবে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান। গতবারে পুজো কমিটিগুলোকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছিল রাজ্য। এবারে সেই অনুদানের পরিমাণ ক্লাব পিছু আরও ২৫ হাজার টাকা করে বাড়ানো হল। আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি এবারে বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ৮০ শতাংশ করা হল। একই সঙ্গে পুজো কমিটিগুলোর ঘরায়ার লাইসেন্স-সহ অন্যান্য ফি মুক্তির কথাও

জানিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এবারে ২৮ সেপ্টেম্বর দুর্গাপূজোর যষ্ঠী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এবারে পুজো কার্নিভাল হবে ৫ অক্টোবর। পুজো উদ্যোক্তাদের অনেকেই মনে করেছিলেন, এবারে হয়তো অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হতে পারে। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে এ ব্যাপারে কৌতূহল বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে জানতে চান, এবারে কত? এর পরে নিজেই দর কষাকষির স্টাইলে ৮৫, ৯০, ১ লাখের পর নিজেই জানান, এবারে অনুদান ১ লাখ ১০ হাজার! গত বছর রাজ্যের ব্লকগুলিকে দুর্গাপূজা আয়োজনের জন্য অনুদানের বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ২০২৫ সালের দুর্গাপূজায় চাঁদা আরও বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হতে পারে। সেটা আরও ১০ হাজার বাড়িয়ে দেওয়ায় খুশি উদ্যোক্তারা।



তবে অনেকের মতে, বছর ঘুরলেই ভোট, সম্ভবত সে কারণেই অনুদানের অঙ্ক এক লগ্নে ২৫ হাজার টাকা বাড়ানো হল। এদিনের বৈঠকে পুজো কমিটিগুলির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্য

প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। সেখানেই এই ঘোষণা করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দুর্গাপূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাংলার সংস্কৃতি ও অর্থনীতির অঙ্গ। এই সময় শিল্প ও বাণিজ্যে ৪০ থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্ভর করে এই উসবকে ঘিরে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতি বছর দুর্গাপূজার আগে ব্লকগুলিকে অনুদান দিয়ে আসছে রাজ্য। প্রথমে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে শুরু হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্ক বেড়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে তা একধাক্কায় পৌঁছায় ৫০ হাজারে। ২০২২ ও ২০২৩ সালে তা দাঁড়ায় ৮৫ হাজারে। এবারে সেই অঙ্ক পৌঁছল ১ লক্ষ ১০ হাজারে। পর্যবেক্ষকরা অনেকে মনে করেন, রাজ্য সরকার অনুদান ঘোষণার পর থেকে পুজা ঘিরে অতীতে যে চাঁদার

জুলুম দেখা যেত তা বন্ধ হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের অনুদানের টাকায় বিভিন্ন ক্লাব থিমের প্রতিমা, মণ্ডপ গড়েন। সেই সূত্রে দুর্গা পূজোকে ঘিরে ইউনেস্কো থেকে সেরার শিরোপাও পেয়েছে বাংলা। অতীতে এ ব্যাপারে মামলাও গড়িয়েছিল আদালতে। যদিও আদালতে সেই মামলা টেকেনি। কারণ, আদালতে রাজ্য জানিয়েছিল, দুর্গাপূজার সঙ্গে বাংলার মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে। অনুদান বন্ধ করে দিলে অনেক পুজো কমিটির পক্ষেই বাংলার এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। পূজোর অনুদান নিয়ে অনেকের মামলা প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “অনেকে কোর্টে চলে যায়, কেউ কেউ বলে কেন ওদের সাহায্য করা হবে? আরে ভাই এটা একটা উৎসব, পুজো হয় বলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ হয়, এগুলো তো বলছেন না।” -ছবিঃ সৌরভ দত্ত



আর এখন, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা আপনাকে সমর্থন করার জন্য আছে

প্রথম সন্তান জন্মানোর জন্য
₹৫০০০

দ্বিতীয় সন্তান কন্যা হলে
₹৬০০০

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪ কোটিরও বেশি
মহিলা ইতিমধ্যেই ১৯,০০০ কোটি টাকারও
বেশি সরাসরি সহায়তা পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার সুবিধা পেতে, আজই আপনার নিকটতম
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী অথবা আশা দিদির সাথে যোগাযোগ করুন।



মহাকাশে পাড়ি কৃত্রিম উপগ্রহ ‘নিসার’-এর



শ্রীহরিকোটা, ৩১ জুলাই : ইসরো ও নাসার যৌথ উদ্যোগে মহাকাশে পাড়ি দিল কৃত্রিম উপগ্রহ ‘ গত বুধবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ অল্পপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশকেন্দ্র থেকে উক্ষেপণ করা হয় ভারত ও আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই কৃত্রিম উপগ্রহ। উপগ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘নাসা-ইসরো সিনথোটিক আগারচার রেডার’ (নিসার)। জিএসএলভি-এমকে২ রকেটের মাধ্যমে মহাকাশে ছুড়ে দেওয়া হয় এই উপগ্রহকে। প্রায় ২,৮০০ কেজি ওজনের এই উপগ্রহকে ৭৪৭ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। সেখান থেকেই পৃথিবীর ছবি তুলে পাঠাবে নিসার। মহাক্ষণ গবেষণায় ভারত এবং আমেরিকার পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম একটিগাপ বন্ধে মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহম্মদ রফি’ র প্রয়াণ বার্ষিকীতে

কলকাতা, ৩১ জুলাই : বলিউড হিন্দি সিনেমা জগতের প্রবাদ প্রচিন সমগীত শিল্পী মহম্মদ রফির প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার এক্র হাভেন্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, কিংবদন্তী শিল্পী মহম্মদ রফি - এর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। যদিও তিনি ইংরেজিতে লিখেছেন ওই বক্তব্য - My homaage to the legendry singer Mohammed Rafi on his death anniversary.সূদীর্ঘ চার দশক সময়কাল ধরে অনায়াসেই বিচরণ করেছেন সঙ্গীত ভুবনো। ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী একসময় সারা উপ - মহাদেশেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। সঙ্গীত কলায় অসামান্য অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবেও জাতীয় পদক এবং ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার ছয় বার জিতেছেন তিনি। এছাাও ১৯৬৭ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রায় চার দশক ধরেই ২৬ হাজারের ও অধিক চলচ্চিত্রে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেন। শান্তীয় সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, কাওয়ালী, ভজন, উচ্চ মার্গের প্রেম আলোচনা ও বিব্রহ -বিচ্ছেদসহ বিভিন্ন ধরনের গানে সুদক্ষ ছিলেন তিনি।

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী নির্মলা মিশ্রের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩১ জুলাই : ‘এমন একটা য়িনুক খুঁজে পেলাম না’ - স্বর্ণ যুগের গানের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী নির্মলা মিশ্রের প্রয়াণ দিবসে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার এক্র হাভেন্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, - বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী নির্মলা মিশ্রের প্রয়াণ দিবসে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি । শিল্পীকে চিরকাল আমরা মনে রাখবো। সঙ্গীত শিল্পী নির্মলা মিশ্র সঙ্গীতের জগতে নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত, দেশাত্ববোধক গান ও লোকসঙ্গীত - সব মহিমায় বিচরণ করেছেন। এছাড়াও একাধিক জনপ্রিয় গান রয়েছে বহু ছায়াছবিতেও। কণ্ঠ সঙ্গীতেরে মূর্ছনায় তিনি এখনও সঙ্গীত প্রেমীদের স্মৃতির মণিকোঠায় বিচরণ করেন। এদিন প্রয়াণ দিবসের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে তার অনুরাগীদের মধ্যেই নানা জায়গায় স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

চাঁদনি চকে শর্টসার্কিট থেকে আগুণ, আতঙ্ক কলকাতা মেট্রোয়

কলকাতা, ৩১ জুলাই : কলকাতার লাইফলাইনে ফের আতঙ্ক। বৃহস্পতিবার সকালে চাঁদনি চক স্টেশনে শর্ট সার্কিট থেকে মেট্রোর রেকে আগুন লাগে। সকাল ৮টা নাগাদ চাঁদনি চক স্টেশনে দমদমনটী একটি মেট্রোর কামরায় আগুন লাগে। তড়িঘড়ি মেট্রো থেকে নামিয়ে আনা হয় যাত্রীদের। স্টেশাল-সহ বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে পরবর্তী মেট্রোগুলি। ফলে সকালেই ব্যস্ত সময়ে তড়াগতির শিকার হন যাত্রীরা। দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ফুদিরাম যাত্রাপথে সাময়িক ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা। আগুনের সূত্রপাত কেন হল, তা এখনও জানা যায়নি বলে মনে করা হয়েছে খবর সূত্র থেকে জানান।

সচেতন চিকিৎসকরা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেনঃরাষ্ট্রপতি

কল্যাণী, ৩১ জুলাই : সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন চিকিসকরা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বুধবার কল্যাণী এইমস-এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মূর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু এদিন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, কল্যাণীর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতি এদিন ৪৮ জন এমবিবিএস স্নাতক এবং ৯ জন পোস্ট-ডক্টরাল সাটিফিকেট কোর্স স্কলারকে ডিগ্রি প্রদান করেন। এটি ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করা একটি কল্যাণীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি. ভি. আনন বোস, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব, কেন্দ্রীয় বন্দর,



জাহাজ চলাচল ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং এইমস কল্যাণীর নির্বাহী পরিচালক ডঃ রামজি সিং-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত

ডিমা হাসাওকে বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্রস্থল গড়ে তুলতে যাবতীয় প্রচেষ্টা মন্ত্রী রঞ্জিত দাস

উমরাংসাে (অসম), ৩১জুলাই : ডিমা হাসাও জেলাকে ং বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, অসমের এই পাহাড়ি জেলা বিশ্বমানের এক পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে সমৃদ্ধ হওয়ার সব উৎপাদনই রয়েছে। বুধবার ডিমা হাসাও জেলার উদ্যোগনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসাে আসেন মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস। এদিন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ তথা পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী

রঞ্জিত দাস উমরাংসােতে অবস্থিত নিপকো কনফারেন্স হল-এ একটি পর্যালোচনা বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে পাহাাি জেলার পর্যটন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা হয়।বৈঠকে মন্ত্রী ডিমা হাসাও জেলাকে একটি বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার মতামত ব্যক্ত করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গালোসা, পারিষদ তথা

জেলা পরিকল্পনা পৃষদের সহ-সভাপতি ধৃতি থাওসেন, জেলা পরিষদের সচিব নির্বাহী সদস্য মনজি নাইডিং, সামসিং ইংতি, পারিষদ রূপালি লাংথাসা, লালবেমসিয়ামে ভারনেই, ডিমা হাসাওয়ের জেলা কমিশনার মুনীন্দ্রনাথ নাগাতে, পার্বত্য পরিষদের প্রধানসচিব, যুগ্মসচিব, ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন বিভাগের উপ-অধিকর্তা, জেলা গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রকল্প সঞ্চালক, বিভিন্ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা।

আমি মাওবাদী নই,শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলাম ঃশোভা মুন্ডা

ঝাড়প্রাম, ৩১ জুলাই : গত বুধবার ঝাড়প্রাম জেলা আদালতে হাজিরা দিতে এলেন চন্দনা সিং ওরফে শোভা মুন্ডা। বেলপাহাড়ি থানার অধীনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার একটি মামলায় এদিন হাজিরা ছিল তার। সাতদিন আগে, বিগত বৃহস্পতিবার জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন শোভা। আদালতে এদিন এসেছিলেন দাদা-বৌদির সঙ্গে।শোভা বলেন, ‘ মাওবাদী নেত্রী’ এই শব্দটা স্তন্যলে ধরাপ লাগে। আমি কখনও দিন মাওবাদীদের প্রশিক্ষণ নিইনি, বন্দুক ছুঁয়েও দেখিনি। ছোটবেলায় অত্যাচার দেখে বাড়ি ছেড়েছিলাম। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতাম। আর সেই কারণেই মাত্র ১৭ বছর বয়সে ধরা পড়ি। পনেরো বছর জেল খেটেছি। সূত্রের খবর, ঝাড়প্রাম জেলার বেলপাহাড়ি ও সাকিরাইল থানা এলাকায় শোভার নামে মোট ছ’টি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রয়েছে। তার মধ্যে চারটি বেলপাহাড়ি থানায়। ২০০৪ সালের একটি মামলার হাজিরা অন্যই বুধবার তাকে আদালতে এসেছে শ্রদ্ধা ওই মামলার পরবর্তী শুনানি ১০

এসএসকেএম হাসপাতালে আগুন-আতঙ্ক! শর্টসার্কিট থেকেই বিপত্তি

কলকাতা, ৩১ জুলাই : আগুন-আতঙ্ক কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। অগ্নিকারীদের জেরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে হাসপাতালে থাকা রোগীদের মধ্যে। জরুরি বিভাগের ছিটপে বোর্ডে আগুন লাগে। আগুন ছিটপে পড়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। হাসপাতালের ফায়ার ট্রিগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন খুব বেশি ছড়াতো পারেনি। শর্টসার্কিট থেকেই এই বিপত্তি বলে মনে করা হচ্ছে।এসএসকেএম হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে যে ডিসপেন্সে বোর্ড রয়েছে, সেখানে আগুন লাগে।



এসএসকেএম-এর ইমার্জেন্সির সামনে যেখানে আগুন লেগেছিল, সেখানকার সামনে দাঁড়িয়ে থিয়ে দেওয়া হয়। তার সামনে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। ইমার্জেন্সির সামনে সবসময়ে ভিড় থাকে। সেখানেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য বেড টিকিট কাটতে হয়। সেই কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন থাকে। ফলে ছোট অগ্নিকার্ক হলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়।

রাশিয়ার সঙ্গে ভারত কী করে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩১ জুলাই : রাশিয়ার সঙ্গে ভারত কী করে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, বৃহস্পতিবার টুথ সোশ্যালো এই মন্তব্য করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারত কী করে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তাঁরা নিজেদের মত অর্থনীতিকে একসঙ্গে ধ্বংস করতে পারে, এটাই আমার সবচেয়ে বেশি চিন্তা। আমরা ভারতের সঙ্গে খুব কম ব্যবসা করেছি, তাইদেব শুষ্ক অনেক বেশি, বিশ্বের সর্বোচ্চের মধ্যে ট্রাম্প এও জানান, একইভাবে, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসাথে প্রায় কোনও



ব্যবসা করে না। আসুন আমরা এটিকে এভাবেই রাখি এবং রাশিয়ার ব্যর্থ প্রাস্ত্রন প্রেসিডেন্ট মেডভেডেভকে বলি যে তিনি এখনও রাষ্ট্রপতি। তিনি নিজের কথাই দিকে নজর রাখুন। তিনি খুব বিপজ্জনক অঞ্চলে প্রবেশ করছেন বলে জানান।

অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতি শেষ করে দিয়েছে এই সরকারঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : দেশের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতি শেষ করে দিয়েছে এই সরকার। এমনটাই দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মত অর্থনীতি’ মন্তব্য প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেছেন, হ্যাঁ, তিনি ঠিকই বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী ছাড়া সবাই এটা জানেন। সবাই জানেন যে, ভারতীয় অর্থনীতি একটি মত অর্থনীতি। আমি খুশি যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প একটি সত্য বলেছেন। সমগ্র বিশ্ব জানে যে ভারতীয় অর্থনীতি একটি মত অর্থনীতি। বিজেপি আদানিকে সাহায্য করার জন্য অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী কেবল একজন ব্যক্তির জন্য কাজ করেন - আদানি। এই (ভারত-মার্কিন বাণিজ্য) চুক্তির ছবি, এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী ঠিক ট্রাম্প যা বলবেন তাই করবেন। এখন ভারতের সামনে যে প্রধান সমস্যটি রয়েছে তা হল সরকার আমাদের অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ নীতি ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা এই দেশকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।রাহুল আরও বলেছেন, প্রধান প্রশ্ন হল, ট্রাম্প ৩০-৩২ বার দাবি করছেন যে, তিনি যুদ্ধবিরতি করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ৫টি ভারতীয় বিমান ভেঙে পড়েছে। ট্রাম্প এখন বলছেন যে, তিনি ২৫ শুষ্ক আরোপ করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী কেন উত্তর দিতে পারছেন না? আসল কারণ কী? তার হাতে কোনও দেশই পাকিস্তানের আরও সংযোজন, বিদেশমন্ত্রী বক্তৃতা দেন এবং বলেন, আমাদের একটি অসুপারধন বিদেশনীতি আছে। একদিকে আমেরিকা। আপনাদের উপর নির্ভরতন চালাচ্ছে অন্যদিকে চিন তোমাদের পিছনে। যখন আপনারা বিশ্বােতার প্রতিনিধিদল পাঠাও, তখন কোনও দেশই পাকিস্তানের নিন্দা করে না। তারা কীভাবে এই দেশ চালাচ্ছে? সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি। তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী তার বক্তৃতায়) ট্রাম্প, চিনের নাম নেননি।

কাশ্মীরে স্থানীয় সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়েছেঃজে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে গত বুধবার রাজাসভায় বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর, ২০১০-২০১৪ সালের মধ্যে পাক্ষর ছোঁড়ার ঘটনা ২০০০-এরও বেশি থেকে শূন্যে নেমে এসেছে। গত তিন বছরে, কাশ্মীর উপত্যকা একদিনের জন্যও বন্ধ করা হয়নি। এখন স্থানীয় সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়েছে কেবল বিদেশী সন্ত্রাসীদের রায়ে গেছে। একজন সন্ত্রাসীর গড় আয়-এখন মাত্র ৭ দিন। এটি সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতার ফলাফল।জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, ২০০৫ সালের দ্বিতীয় ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৬ সালের বারাপসী সন্ত্রাসী হামলা, ২০০৬ সালের মুম্বই



লোকাল ট্রেন বোমা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে ত্রকালীন সরকার কোনও পদক্ষেপ যেয়নি। মূল কথা হল - তখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সন্ত্রাস, বাণিজ্য ও পর্যটন অব্যাহত ছিল।নাড্ডা বলেছেন, ২০০৮ সালে ইব্রাহিন মুজাহিদিনের জয়পুর বোমা বিস্ফোরণের পর ভারত ও পাকিস্তান একটি নির্দিষ্ট আস্থা তৈরির পদক্ষেপে একমত হয়েছিল, তাদের (তকালীন কংগ্রেস সরকারের) তোষপের সীমা আমাদের বুঝতে হবে।

অনূর্ধ্ব-১৭ গ্রিকো-রোমান কুস্তিতে ১১০ কেজি বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন হরদীপ

আথেন্স, ৩১ জুলাই :অনূর্ধ্ব-১৭ গ্রিকো-রোমান কুস্তিতে ১১০ কেজি বিভাগে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন হরদীপ। গত মঙ্গলবার গ্রিসের অ্যাথেন্সে অনুর্ধ্ব-১৭ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রিকো-রোমান কুস্তিতে ১১০ কেজি বিভাগে ভারতের হরদীপ স্বর্ণপদক জিতেছেন। হরদীপ ইরানের ইমাজদান রেজা দেলরজকে পরাজিত করেন। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ভারতীয় খেলোয়াড় কাশ্যন্তানের বাকুর সোভেটখানকে ২-০ গোলে হারিয়েছেন। রাউন্ড অফ ১৬-তে তিনি মাতোউস জারোপা টেমেলকার বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে জয়লাভ করেন



এবং কোয়ার্টার ফাইনালে ইউক্রেনের আনাটোলি নোভাচেঙ্কোকে ৯-০ গোলে হারিয়েছেন। আর তুর্কিদের এমরুল্লা ক্যাপকানের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৪-২ স্কোরলাইনে জিতেছিলেন হরদীপ।

বক্স অফিসে ’সইয়ারা’ বড় , পিছিয়ে গেলো ’সন অফ সর্দার-২ মুক্তির দিন

মুম্বই, ৩১ জুলাই : অহন পাভে এবং অনীত পাড্ডা অভিনীত সইয়ারা ইতিমধ্যেই বক্স অফিসে বড় তুলেছে , মন কেড়েছে দর্শকদের। মুক্তির পর এই অভাবনীয় সাফল্যে রীতিমতো চমক লেগেছে পরিচালক - প্রযোজক মহলো এবার সইয়ারা- র দুর্দান্ত সাফল্যের সামনে পড়ে পিছিয়ে ছাচ্ছে অজয় দেবগনের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ’সন অফ সর্দার-২ এর মুক্তির দিন। এর আগে ঠিক করা হয়েছিল , সারা দেশে প্রায় ৬,৫০০টি স্ক্রিনে ২১ আগস্ট মুক্তি পাবে ’সন অফ সর্দার-২। তবে ’সইয়ারা’’ ছবি ’মহাভারতেরনারসিংহ’-এর মতো ছবির হাত ধরে লক্ষ্মী লাভ হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের। তাই এই মুহূর্তে তারা ছবি দুটিকে সরিয়ে ফেলতে নারাজ। এই অবস্থায় ’সন অফ সর্দার-২ মুক্তি পেলে এক ধাক্কাই প্রবেশেকশন দাবি করছেন, ছবিটি মোট শো টাইমিংয়ের ৬৩ শতাংশ পাবে, এক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহের



মালিকরা সম্পূর্ণভাবে একমত নন। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পিভিআর, আইনজ্ঞের মতো বড় মাল্টিপ্লেক্স গ্রুপসহ মতের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে প্রযোজক মহল।তবে সন অফ সর্দার-২ বনাম সইয়ারা দ্বন্দ্ব থেকে কার্যত দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রযোজক কারণ জেহারা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং তৃপ্তি ডিমরির অভিনীত ছবি ধড়ক-২ সারা দেশজুড়ে মোট ১০০০ টি স্ক্রিনে মুক্তি পাবে। এতো স্বল্প পরিপরে মুক্তি নিয়ে তঁর কার্ণকও অভিযোগ নেই , বরং সইয়ারা ৬৩ শতাংশ পাবে, এক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহের

দুরন্ত বার্তা রাশিবাণ

মেসঃমেস রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন শক্তি এবং উৎসাহ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার কাজে সক্রিয় বোধ করবেন এবং অনুপ্রাণিত হবেন। বৃষঃ নিজে নিজে গুণ্ডু খাবেন না কারণ এতে গুণ্ডু নির্ভরতা বাড়ে। ব্যবসারীদের আজ তাদের বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, আপনার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। আজ আপনার উচিত অন্যদের প্রয়োজনের প্রতি মনোনিবেশ করা কিন্তু বাচ্চাদের প্রতি অতিরিক্ত উদারতা শুধুমাত্র ঝামেলার দিকে নিয়ে যাবে। মিথুনঃ এই দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে ভরা হবে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এবং চিন্তাভাবনা এই দিন বিশেষ স্বীকৃতি পাবে। যদি আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিবেচনা করে থাকেন, তাহলে এটির জন্য সঠিক সময়।

কর্কট রাশি : জীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ নেই। এরফলে দৈনন্দিন জীবনের সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায় এবং জীবনে বেঁচে থাকার আশাকেও নষ্ট করে দেয়। বিবাহের যোগ হবে । সিংহঃএই দিন সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসবে। আপনি আপনার ভিতরে একটি নতুন উসাহ এবং অনুপ্রেরণা অনুভব করবেন, যা আপনাকে আপনার কাজে লাগাতে সক্ষম করেন। কাজের যোগ হবে।

কন্যাঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিরামিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। আপনি যদি বিবাহিত হন তবে আজ আপনার বাচ্চাদের বিশেষ যত্ন নিন, কারণ তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তুলাঃ এই দিনটি তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার লক্ষণ নিয়ে আসতে চলেছে। আপনার অদৃষ্টটি এবং আপনার মনের আবেগগত দিকটি বোঝার সময় এটি। ব্যক্তিগত সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেতে পারে। বৃশ্চিক : আপনি আপনার অদৃষ্টপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন সাফল্য এবং আত্ম-প্রচারের দিন হবে। আপনি আপনার ভিতরে সৃজনশীলতা এবং শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনার প্রতি অনুপ্রািত করবে। মকরঃ আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমাতে আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।

কুম্ভঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন শক্তি এবং ইতিবাচকতা নিয়ে আসবে। আপনার সামাজিকতা থেকে স্থলাভাবনা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে ভাল সময় কাটাতে পারবেন। শুভদিন। মীনঃশরীরে বাধা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৩ আগস্ট, রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে শেষ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে নেওতে মসাজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবহাও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আর্দ্রতা- অতিপ্রতি ৯০ শতাংশ এবং ৭৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৬০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-স্রোত ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। ভাটা-১০টুর ০২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। সূর্যউদয় ও সকাল ৫টা ০৫মিনিটে এবং অস্ত যাতে আজ ৬টা ১৮মিনিটে

‘আমার মেয়েকে খুঁজে দিন’- দেবের কাছে কাতর আবেদন মায়ের



দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ দিন ধরে তাঁর নাবালিকা কন্যা নিখোঁজ। পুলিশ কিছুই করতে পারে নি। বৃথবার নিজের সংসদীয় ক্ষেত্র ঘাটালে গিয়েছিলেন তিনি। সেনাইনি এক মহিলা তাঁকে জানান, দেব যেন তাঁর নাবালিকা মেয়ে খুঁজে দিনে তা সহায়্য করেন তিনি। হাতজোড় করে মায়ের কাতর আবেতি মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। বৃথবার ঘাটালের বীরসিংহ এলাকায় তৃণমূল ঘাটালের সাংসদ দেব-এর সঙ্গে দেখা করলেন নাবালিকার মা-বাবা। সাংসদের পায়ে পড়ে নাবালিকার মায়ের আর্তি, ‘আমার মেয়েকে খুঁজে দিন।’ তাঁরেককে সাহায্যের আশাস দিলেন সাংসদও। জানা যাচ্ছে, গত ১১ জুলাই জুলাই বিক্কেলে টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় নাবালিকা। পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জ্ঞানিয়েও রিসনেই সুরাহা বলে দাবি ওই মহিলার মা-বাবার। সাংসদের কাছে তাঁদের কাতর আবেদন, ‘আমাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিন।’

কোন্নগরে দাপুটে তৃণমূল নেতা খুন - চাঞ্চল্য এলাকায়

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে তৃণমূল নেতা কর্মী খুন এখন যেন নিতা দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার কোন্নগরে। স্থগিলর কোন্নগরের কনাইপুরে দুষ্কৃতীদের হামলায় নৃশংসভাবে খুন হন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য পিন্টু চক্রবর্তী ওরফে মুন্না। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃথবার সন্ধ্যায় অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদল দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে ধারাল অস্ত্র দিয়ে এলোপাখড়ি কোপ মারে। স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে গরবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি ঘটেছে কনাইপুরের একটি বাস্ত রাস্তায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাৎ

পুরুলিয়া জেলায় স্থাননামে, ‘বান্ধ’ - একটি প্রতিবেদন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের বাদ দিলে সবচেয়ে বেশি ‘বান্ধ’ দিয়ে গ্রামের নাম পাওয়া যায় পুরুলিয়ায়। ইতিহাস বলছে, একসময় পুরো পুরুলিয়া জুড়েই ছিল বাঘেদের আনাগোনা। পুরুলিয়ার গ্রামের নাম বাঘবাড়ি, বাঘভাড়া, বাঘহাতিবা, বাঘবিদ্যা। সর্বোপরি বাঘমুন্ডি। বাঘ শব্দে পুরুলিয়ায় নানান গ্রামের নাম। জনশ্রুতি আছে, এই অঞ্চলে বাঘের যাওয়া-আসা ছিল। তাই বাঘ শব্দবাছ্য এমন জনপদ। আর সেই বাঘ থেকে বাঁচতে নানান লৌকিক দেব-দেবী বা গ্রামীণ দেবতা। তার তালিকাও নেহাত কম নয় এই জঙ্গলমহলে। বাঘরাইচিতি, বাঘরাইচিতি, বাঘুঠাঁকুর, রায়মিখিনী — কত কি! লোক সংস্কৃতি গবেষকরা বলেন, বাঘ থেকে বাঁচতে ও তাদের হামলা ঠেকাতে এই দেব-দেবীর পূজা দেওয়াতে এই জেলার মানুষজন। তবে আজও সেই পূজাপাঠ চলে।

শান্তিপুর’ স্টেশনের নাম পরিবর্তনের আর্জি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : আর কিছুদিনের পরে হয়তো শান্তিপুর স্টেশন এর নাম আর থাকবে না। সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে। দেশের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে কথা করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নমন্ত্রী রেল সংক্রান্ত একাধিক বিষয় উত্থাপন করেন এবং একটি স্মারকলিপি জমা দেন বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, রেলমন্ত্রীর কাছে পেশ করা আর্জিগুলির মধ্যে নাকি অন্যতম শান্তিপুর রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন। শান্তিপুর রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ‘শান্তিপুর ধাম’ স্টেশন করার আর্জি নাকি জানিয়েছেন সাংসদ।

দেবের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। দেব তাঁদের একটি ফোন নম্বর দিয়েছেন। বৃথবার সন্ধ্যার দিকে ফোন করে এই বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন দেব। খড়ার পৌর এলাকার এলাকার বাসিন্দা নিখোঁজ ওই নাবালিকার বাবা-মা বলেন, “আমাদের মেয়ে ছোট থেকেই পড়াশোনায় খুব ভাল। ক্লাসে প্রথম হয়। এ বার মাধ্যমিক দেবে। টিউশন নিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।’ তাঁদের অনুমান, মেয়ে এক যুবকের সঙ্গে ইদানিং প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। মেয়েকে ফিরে পেতে ঘাটাল থানায় তাঁরা লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। তাই এ দিন দেব সঙ্গে ঘাটালে আসছেন শুনেই দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন নিখোঁজ ওই নাবালিকার বাবা-মা।

ভয়ানক ধস সিকিমের রামম তিস্তা ব্রিজে

রিজেন্ট পার্ক থানায় ভেঙে পড়ল বাড়ি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায় একটি বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে। দাসনি স্টুডিও এর পাশে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলের একটি পরিত্যক্ত শতাব্দী প্রাচীন বিল্ডিং এর সামনের দিকের কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে। বাড়িটি পরিত্যক্ত হলেও সেখানে কিছু ভবপুরে মানুষ থাকতেন। তবে এর মধ্যে কারুরই হতাহতের কোনো খবর নেই। শহরে একটানা প্রবল বর্ষণের জেরে বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।৫০ বছর ধরে প্রায় ছয়টি পরিবার এখানে থাকতো পুরসভার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তাদের যাওয়ার জায়গা ছিল না বলে এখানেই তারা বসবাস করছিলেন। আজ সকাল ৯০০ টা নাগাদ পরিবারের লোকজন ঘুমাম্ছিলাম তখন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির একাংশ। পরবর্তীতে রাজ্যের মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস এবং স্থানীয় কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে আসেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আশাস দেন যে তাদের বাড়ি এবং পুনর্বাসন করে দেওয়া হবে।

গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু, বলা হচ্ছে যে রাস্তায় বেহাল দশার কারণেই ওই ব্যক্তি মৃত্যু হয়েছে, মৃতদেহ রেখে হট্টগোল শুরু হয়েছে। রানিগঞ্জের রানিগায়ের মোড়কনক ডান্ডা এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মোটী বাওয়ারি নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বলা হচ্ছে যে ঘটনার পর আহত ব্যক্তি প্রায় আধ ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স সময়মতো না পৌঁছানোর কারণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরে, ক্ষুব্ধ জনতা মৃতদেহটি রাস্তায় রেখে হট্টগোল শুরু করে এবং এই ঘটনার জন্য রাস্তার বেহাল দশাকে দায়ী করে। লোকজন বলেছে যে গত চার-পাঁচ বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশা হচ্ছে কিন্তু মেরামত করা হচ্ছে না। কেউ কেউ বলেছে যে এই রাস্তায় বড় বড় যানবাহন চলাচল করে, যার কারণে আজ এই ঘটনা ঘটেছে।

ব্যক্তিগত গাড়িকে পুলিশের গাড়ির ধাক্কা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের ব্যস্ত এলাকায় কলকাতা পুলিশের একটি গাড়ি একটি ব্যক্তিগত গাড়িকে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃথবার রাত্তে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঢালক হিসেবে থাকা পুলিশকর্মী তখন মন্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং পেপেরোয়া ভানে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ঘটনায় ব্যক্তিগত গাড়িটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও গুরুতর কোনো আহতের খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাও ও পথচারীরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং পুলিশের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ‘এটা একদম অসহ্যই মনে নেওয়া যায় না। যারা আইন রক্ষা করার কথা, তাহাৎই দাঁড় এমন কাজ করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ কার উপর ভরসা রাখবে?’ বলেন এক স্থানীয় দোকানদার। ঘটনা নিয়ে এখানে পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের পক্ষে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে সূত্রের খবর, অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনা ফের একবার পুলিশের জবাবদিহি এবং নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

মোবাইল গেম খেলা নিয়ে আত্মহত্যা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইল গেম খেলা নিয়ে আত্মহত্যা হলো এক যুবক। মৃতের নাম মোহাম্মদ সিরাজ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে কাজ থেকে ফিরে কারো সাথে কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে যায়। পর্দান ভার মা দরজা খাঙাখিঁচি করে সাড়া না মেলায় জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন তার ছেলের ঝুলন্ত মৃত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, পাড়া প্রতিবেশীরা এসে দ্বে উদ্ধার করে পুলিশের কাছে পাঠায়। পুলিশ মৃত দেহ ময়না তদন্তে পাঠায়। মা জানিয়েছেন তার ছেলের অনলাইন গেম খেলায় আসক্তি ছিল। সম্ভবত একটি ব্যাপকীয় ফিল্মছিল, গেম খেলার জন্য। সে কেন একাজ করলো কেউ বুঝতে পারছেন না। এলাকায় শোরেধরে ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না কেউ।

আগামী ৬ আগস্ট ঝাড়গ্রামে মমতার ‘ভাষামিছিল’



দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশা দেশের সর্বত্র অবহেলিত হচ্ছে। বাংলা ভাসাভাষী মানুষের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব তৃণমূল। কবিগুরুর কর্মভূমি শান্তিনিকেতনের পর এবার জঙ্গলমহলের প্রাণকেন্দ্র ঝাড়গ্রামে বাংলা ভাষার উপর বিজেপির ঘৃণা আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী

৬ আগস্ট ঝাড়গ্রাম শহরের রাজবাড়ির মোড় থেকে সার্কস ময়দান পর্যন্ত বিশিষ্টদের সঙ্গে নিয়ে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যা মেলাবেন তিনি। আদিবাসীদের পাশাপাশি বিজেপি বিরোধী এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শালিম হোসেন জঙ্গল মহল তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়, সামাজিক সংগঠন ও সমাজের বিভিন্নস্তরের

পাথর প্রতিমায় মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য



দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি, দং ২৪ পরাননা এবার সুন্দরবনের দীপাঙ্কলের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে দেওয়া হচ্ছে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ। ইতিমধ্যেই পাথরপ্রতিমার লক্ষী নারায়ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে শতাধিক মহিলাকে এই প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এই সমস্ত

মহিলারা স্কুলের পোশাক তৈরি করছে। এছাড়াও একাধিক পোশাক তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। যার ফলে প্রত্যন্ত এলাকার মহিলারাও প্রতিমানে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা রাজস্বার করে সংসার চালানোর পাশাপাশি নিজেদের হাতখরচের টাকাও পাচ্ছেন। এই নিয়ে অনুরাধা সামন্ত নামের এক

ট্রাম্প এবার ভারত ছেড়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়ান্ছে?

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : মসনদে বসেই ডোনাল্ড ট্রাম্প আন্তর্জাতিকে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন খেলা শুরু করেছে। এর হাত বাড়িয়ে দিলো পাকিস্তানের দিকে। ভারতের উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে এক নয়া চুক্তি স্বাক্ষর করেছে আমেরিকা। এই চুক্তিতে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কেও বদলে যাবে বলে দাবি

তাঁর। ট্রাম্প জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে বিপুল তেলের ভান্ডার তৈরির কাজ করবে আমেরিকা। কোন ওয়েল কোম্পানি এই কাজ করবে, তা খুঁজছে মার্কিন প্রসাশন। এরপরই ভারতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘কে জানে, কোনওদিন ওরা হয়তো ভারতেও তেল বিক্রি করবে।’ ট্রাম্পের এই নতুন বিশেষনীতির কারণ নিয়ে অনেকেই অবাক হয়েছেন। গতকাল, বৃথবারই ভারতের উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।

পঞ্চায়েত সমিতির অনাস্থা! তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে

দূরস্বভাবা, এজাজ আহম্মেদ, কান্দি : নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির ‘হুমকি’ দেওয়ার জেরেই কি ডানা ছাঁটা শুরু হল মুশ্লিগিবাদে? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। বৃথবার ভরতপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলেরই এক গোষ্ঠীর আনা অনাস্থা প্রস্তাবে একসঙ্গে অপসারিত হলেন ৯ জন কর্মাধ্যক। যাদের অধিকাংশই ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সূত্রের দাবি, ‘নতুন দল’ গঠনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে সাম্প্রতিক সময়েই আলোচনায় আসেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এরপর থেকেই তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে একের পর এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ শুরু হয় বলে জানিয়ে গা। এই অনাস্থা সেই প্রক্রিয়ারই

পরিণতি মন করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। জানা গেছে, ভরতপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির ২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন সদস্য স্থায়ী সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন এবং কান্দির মহকুমাসদক উৎকর্ষ সিং -এর কাছে লিখিত আবেদন জমা দেন। সেই অনুযায়ী বৃথবার অনাস্থা ভোট হয়। ৩৬ জনের মধ্যে ২৮ জন উপস্থিত থাকেন এবং সবাই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। অপসারিত কর্মাধ্যকদের মধ্যে অন্তত চারজন হুমায়ুন ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের সরানোর মূল উদ্দেশ্য ছিলেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে গোষ্ঠী, যার নেতৃত্বে রয়েছেন ভরতপুর-১ ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম ওরফে ‘চরজান’। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, হুমায়ুন কবীরের আবেক গোষ্ঠী, যার নেতৃত্বে রয়েছেন ভরতপুর-১ ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম ওরফে ‘চরজান’। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, হুমায়ুন কবীরের আবেক গোষ্ঠী?

প্রশাসনিক নিক্ষ্রিয়তার সুযোগে সোনারপুরে সরকারি জমি দখল চলছে

দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায় করে কলকাতা শহরতলীর রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে চলছে সরকারি জমি দখলের কাজ।জনা যায়, মেন রাস্তার ধারে রাস্তেে অন্ধকারে দখল করা হচ্ছে সরকারি জমি প্রশাসনের একব্যবারে চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটায় উঠাছে তাদের মনঃদারির ভূমিকা নিয়েও। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ধাপে ধাপে এই জমিতে দখলদারিত্ব বাড়ে। কেউ বা কারা রাস্তের বেলায় নির্মাণ সামগ্রী এনে রাখছে, তৈরি করছে অস্থায়ী কাঠামো অথচ এতদিন প্রশাসন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। জমি দখলকারীরা প্রশাসনিক নিক্ষ্রিয়তাকে হাতিয়ার করে এই কাজ করে চলেছে বলে মনে করছে স্থানীয় মানুষজন। আর এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে



পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, সরকারি জমিতে বেআইনি দখলদারি হলে একদিন সেই জমি আর জনগণের কাছে ব্যবহার করা যায় না। যদি এই জমিতে গ্লাভ, খেলার মাঠ বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে তাহলে উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ। ব্যক্তিগত স্বার্থে

বিদ্বজ্জনোরাও। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জঙ্গল মহলে পরবর্তী ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ্ব আদিবাসী দিবস-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে বৃথবার কলকাতায় বিধানসভা ভবনে বৈঠক করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিধায়ক দুলাল মূর্মু, বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, গোপাবল্লভপুরের বিধায়ক খলেন্দ্রনাথ মাহাতো-সহ জঙ্গল মহলের নেতৃত্ব। সকলকেই মিছিলের রূপরেখা ও কর্মসূচির খুঁটিনাটি এদিন পৃথানুপৃথ বৃথিয়ে দেন ফিরহাদ। সূত্রের খবর, নেত্রীর এই কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে একদিন আগেই জঙ্গলমহলে পৌঁছে যাবেন পুরমন্ত্রী। বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর এবারের জঙ্গলমহল সফরে ভাষা আন্দোলনের মিছিল, প্রশাসনিক বৈঠক-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচির প্রস্তুতিতে কথা হয়েছে।’

কৃষ্ণনগরে যুবকের দেহ উদ্ধার, খুন না দুর্ঘটনা? তদন্তে পুলিশ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : এক যুবকের দেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃতের নাম আবুল হোসেন গাজী (৩৭)। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে কৃষ্ণনগর গ্রামের যুবক গত প্রায় দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের লোকজন বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে না পাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির অদূরে একটি পুকুরে মৃতদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন। তারা পুলিশে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে হাজির হয় বাসন্তী থানার পুলিশ। ওই যুবককে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক

হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থল্য় নীলি মানুষের দাবী আবুল হোসেন গাজী খুব ভালো মনের মানুষ। দেহ উদ্ধারের পর তার চোখে এবং মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ফলে তাহে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। অন্যদিকে গ্রামের কিছু মানুষজনের দাবী, সম্ভবত জে পিছলে পুকুরে পড়ে গিয়ে পলে ডুবে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। এটি খুন না দুর্ঘটনা? এনিযে ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুকুর থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনায় গাজী পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ভরা বর্ষায় ভাইরাল জ্বরে কাবু পূর্ব মেদিনীপুর, আক্রান্ত শিশুরাও

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : ভরা বর্ষার মরশুমে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভয় ধরিয়েছে ভাইরাল ফিভার। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আকাশের মুখ ভার, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এবং টানা বৃষ্টির আবেহ ছড়িয়ে পড়ছে জ্বর। স্কুল থেকে অফিস, ঘর থেকে বাজার; জ্বরে কাবু আট থেকে আশি। শিশুদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, স্কুলে উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে চোখে পড়ার মতো। পাঁশকুড়ার পূর্ব বাকুলদা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ শাসমাল দুদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গৃহবন্দি। গায়ে ব্যথা, কাশি, দুর্বলতা; উপসর্গ একাধিক। কোলাহলের বছর ছয়েকের শিশু সুমন দাস চার দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। তাঁর দুর্বলতা এতটাই বেড়েছে যে স্বাভাবিক চলাবেরা করতেও কষ্ট হচ্ছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তারফে জানানো হয়েছে, এ বছর জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেশি। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা চিকুনগুনিয়ার উপস্থিতি ধরা পড়ছে না, তবুও উপসর্গগুলোর তীব্রতা এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব ভাবাচ্ছে চিকিৎসকদের। আক্রান্তদের শরীরে দেখা যাচ্ছে উচ্চমাত্রার জ্বর, ১০১ থেকে ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত। সঙ্গে শীত শীত ভাব, দুর্বলতা, মাথাব্যথা, সারা শরীরের যন্ত্রণা, বিশেষ করে পেশি ও জয়েন্টে ব্যথা, গলা ব্যথা ও কাশি। কারও কারও ক্ষেত্রে গা বমি বমি ভাব, ডায়েরিয়া, ক্ষেপকষ্ট, গিচিনি ও র‍্যাশের মতো লক্ষণও দেখা দিচ্ছে। সাধারণত

ইনফ্লুয়েঞ্জা তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সেরে গেলেও এবারে অনেক রোগীর ক্ষেত্রে তা সারতে দশ-এগারো দিন সময় লাগছে। চিকিৎসকদের একাংশ মনে করছেন, এই জ্বরের মূল কারণ হতে পারে এইচ-৩ এন-২ ভাইরাস। তাঁদের মতে, বহু মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই আত্মবিশ্রামেটিক থাকেন। ফলত জ্বর না কমে আরও জটিলতা দেখা দিচ্ছে রোগীর শরীরে দুর্বলতা বাড়ছে। গত এক সপ্তাহে জেলার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাইরাল জ্বর ছাড়াচ্ছে মূলত বাতাস, স্পর্শ, দূষিত জল ও খাবারের মাধ্যমে। মেডেসার চিকিৎসক তপস্রী মাইতির পরামর্শ, তিন দিনেও জ্বর না কমে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। রক্ত পরীক্ষা করানো জরুরি হতে পারে। প্রচুর জল, ওভারএস ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি। অ্যাস্টিনামোজা না খাওয়াই ভালো। ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে রক্ত বেশি জ্বর হলে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাওয়া উচিত। তপস্রী মাইতি বলেন, জ্বর ও চোখে হাত দেওয়ার পরে হাত ধুতে হবে। পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সীদের বছরে একবার ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি পথ্য হিসেবে শিউলি তাত্রা ও কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে হালকা গরম করে খালি পেটে তিন দিন খেলে উপকার মেলে বলেও জানিয়েছেন। শিশুরাও ভাইরাল জ্বরে কাবু।

জলে ডুবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ক্ষোভে ফুটছে মানকানালি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : লাগাতার বর্ষণে আবারও বিপর্যস্ত বাকুড়া জেলার গন্ধেশ্বরী নদী তীরবর্তী এলাকা। টানা বৃষ্টিতে গত ২৪ ঘটটার গন্ধেশ্বরী নদীর জলস্তর বেড়ে ফের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মানকানালি সেতু। আর তার জেরে বাকুড়া শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে নদী তীরবর্তী অন্তত ২০টি গ্রামের। পরিস্থিতির জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এই এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার সময় এই একই দৃশ্য দেখা যায়। সেতু ডুবে যায়, ফলে এলাকাগে ছিন্ন হয়। তখন বাধ্য হয়ে তাঁদের ১০ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে প্রায় ২০ কিলোমিটার ঘুরপাথে বাকুড়া শহরে পৌঁছতে হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেতু জলমগ্ন হওয়ায় ঘুরপাথে এখন একমাত্র ভরসা। এ দুর্ঘটনায় র জন্য প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উত্থরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, ভোটের আগে নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন না। সেতু ডুবে গেলে, উন্নয়ন হবে অর্থীভিত্তি ও সাধারণ জীবনযাত্রার উপরও।

শোভা মুন্ডার ফিরে আসা ‘মাওবাদী’ নয়, ছিলেন প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি : গোলাপি শাড়ি, গলায় সোনালি চেন, বাম হাতে কালো ব্যান্ডের ছাতি, হাতে চুরি; এই বেশে বৃথবার ঝাড়গ্রাম আদালত চব্বরে দেখা গেল এক অন্যরকম শোভা মুন্ডাকে। যাঁকে বহুদিন ধরে সকলে চেনে ‘মাওবাদী নেত্রী’ চন্দনা সিং নামে। তবে এদিন তাঁর চোখেমুখে ছিল এক অন্য স্বস্তির ছাপ, ছিল প্রাণখোলা হাসি। মাত্র সাতদিন ছিল জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন শোভা। আর তার মধ্যেই হাজিরা দিতে চলে এসেছেন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে। দাদা তারক সিং ও বউদি ছবির সঙ্গে বেলপাহাড়ি থেকে বাসে ঢেপে আদালতে পৌঁছেছেন। হাজিরা ছিল ২০০৪ সালের একটি রাস্ত্রদ্রোহিতার মামলায়, যা বেলপাহাড়ি থানায় দায়ের হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। শুধু এই একটি নয়, ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি ও সান্ধাইল থানা এলাকায় শোভা মুন্ডার বিরুদ্ধে রয়েছে মোট ছটি রাস্ত্রদ্রোহিতার মামলা। এর মধ্যে চারটি মামলা বেলপাহাড়ি থানা এলাকায়। সেসব মামলার মধ্যে একটারে শুনানির জন্যই বৃথবার তাঁকে আদালতে আসতে হয়েছে। আদালত থেকে পরেয়ে তিনি জানান, আগামী ১০ নভেম্বর রয়েছে তাঁর পরবর্তী হাজিরা। শোভা জানিয়েছেন, তার ‘মাওবাদী’ পরিচয় আসলে সমাজের এক রূঢ় পরিণাম। বললেন, ‘আমি কোনওদিন

মাওবাদী প্রশিক্ষণ নিইনি। বন্দুক ছুঁয়ে দেখিনি। শুধু প্রতিবাদ করতাম। অন্যায়, অত্যাচার দেখে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সারো সারো থেকেই শুরু হয় আমার দীর্ঘ লড়াই। মাত্র সাতেরো বছর বয়সে ধরা পড়ি। তারপর ভোটে যায় পনেরোটি বছর জেলে।’ তার আইনজীবী কৌশিক সিনহাও বলেন, শোভাকে যে ‘মাওবাদী’ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, আদৌ প্রমাণ হয়নি। বরং শোভা এবং তাঁর মতো আরও অনেকে ছিলেন সেই সময়ের নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। তাঁদের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন তাঁরা। শোভার কথায়, ছোটবেলায় বাবামায়ের সঙ্গে বাসে চড়ে বৃথবার এসেছেন ঝাড়গ্রাম বাজারে। তখন এই জায়গা তার কাছে ছিল চেনা, আপন। কিন্তু তারপর এই ঝাড়গ্রামই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে এক আশঙ্কার জায়গা; যেখানে তাঁকে প্রিজন ভ্যানে করে আনা হতো পুলিশের পাহারায়। এখন অবশ্য পরিস্থিতি পালটেছে। মুক্ত জীবনে আসতে আসে আজ তাঁর কাছে শুধু নিরাম পালন, আর একদিন সব শেষ হওয়ার অপেক্ষা। শেষ কথা বলতে গিয়ে শোভা জানান, তিনি চান আর কেউ নেবে এভাবে মিথ্যা মামলার শিকার না হন। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গলা জোয়ার মাঠেই যেন রাস্ত্রদ্রোহী হয়ে ওঠা না হয়; এটাই তাঁর বার্তা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বাতী

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪১, শুক্রবার, ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২

কথা সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী

সাহিত্য অকাদেমী পরিবেশিত, রাজা মিত্র পরিচালিত একটি তথ্যচিত্রের শুরুতেই যাকে দেখা যায়, বাংলার অতি সাধারণ কোনও নাগরিক বলেই মনে হবে তাঁকে। সাধারন ধৃতি-পাঞ্জাবি, হাই পাওয়াদের চশমা আর হাতে বাজারের থলে নিয়ে, উদাসীন বার্থকা সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছেন। ‘না লিখে লেখক’ - একসময় বাংলা সাহিত্য-সমাজে এই ছিল তাঁর পরিচিতি - রমাপদ চৌধুরী। শোনা যায়, তিনিস সম্ভবত বাংলা ভাষার একমাত্র লেখক, যিনি ‘ঘোষণা’ করে লেখা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যসৃষ্টিতে ‘পরিমাণ’-এর থেকে ‘মান’ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কতটা লিখলাম তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ; কী লিখলাম। ১৯২২-এ খড়গপুরে জন্ম, সেখানেই স্কুল, ১৯৩৯-এ মেট্রিকুলেশন। তারপর কলকাতা, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু হস্টেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তখনও তিনি লেখক অওয়ার কথা ভাবেননি। তথ্যচিত্রে দেখা যায়, সঙ্কেচের সঙ্গে হালকা হাসি মিশিয়ে মুদ্র স্বরে তিনি বলছেন, আমি নিজে কোনও দিন লেখক হওয়ার কথা ভাবিনি। কীভাবে যেন হয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় অনেকেই তাঁর বন্ধ হয়ে ওঠে, যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন। বন্ধুদের মধ্যে দু’জনের সঙ্গে একটি বেশিই ভাব ছিল। একজন প্রণাতোশ ঘটক এবং অন্যজন স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজের ক্যান্টিনে ঢেকার সাহস পেতেন না তাঁরা। কারণ সেখানে যাঁদের আড্ডা ছিল, একজনের নাম সত্যজিৎ রায়; আর একজন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। বেশিরভাগ সময়ই তাঁরা গিয়ে বসতেন হারিনিন রোডের-এর ‘পাবলিক রেস্টুরেন্ট’-এ। সেখানে দুপুরের দিকে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতেন। বন্ধুদের মধ্যে কেউ গল্প লিখেছে, তাঁকে পড়ে শোনাতো। তিনিও নির্মম ভাবে সমালোচনা করতেন। সেইসব মর্মহত বন্ধুরা নাকি তাঁকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চেয়ে তাঁকে বলেছিল, তুই লেখ না একটা গল্প। পরপর বেশ কয়েকদিন এই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে অবশেষে মুখ ফস্কে বলে দেন, ঠিকାছে লিখব। চ্যালেঞ্জ স্বীকার করার শর্তও রেখেছিলেন বন্ধুদের কাছে। বলেছিলেন তাঁকে যেন সিগারেট আর চায়ের পর্যাপ্ত জোগান দিয়ে যাওয়া হয়। লেখালিখি এমন কিছু কটিন কাজ নয়, একথা বিশ্বাস করে একটা সিগারেট খরিয়ে বসে পড়েন লিখতে। কী লিখবেন সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে লিখে ফেলেন খজাপুরকে কেন্দ্র করে একটা গল্প। দু’লাইন লেখার পর কলম আর থামাতে পারেননি। সেই কোনও লেখালিখি করেননি। তবু কিছু কিছু কবিত্যমূলক ঘট্টা গিয়েছিল। ঘটেছিল বলেই না তাঁর ভিন্ন ধারার লেখনী থেকে পাঠক পেয়েছে ‘প্রথম প্রহর’ (তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস), ‘বনলশায়ীর পদাবলী’, ‘বাড়ি বদলে যায়’, ‘দ্বীপের নামটিয়া রং’, ‘লালবাঈ’-এর মতো উপন্যাস। ‘দেশ’ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা আত্মকথামূলক রচনা ‘হারানো খাতা’। উপন্যাসের পাশাপাশিই লিখেছেন অবিস্মরণীয় সব ছোট গল্প। ‘রোবকা মোরোরেনর ববর’ গল্পে আদিবাসী কন্যা রূপমতীর রোবকা মোরেন হয়ে যাওয়া, ‘উদয়াস্ত’ গল্পের প্রবীণ স্টেশনমাস্টার বিষ্ণুরাম, ‘দরবারী’ গল্পের জানাথন যাত্রাস্কি, বিশাল চরিত্র অঙ্কিত করেছেন।

শৈশবে আচার্য জগদীশ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনের কিছু মজার ঘটনা। ডাকাতের কাঁধে চড়ে স্কুলে যেতেন। শিশু জগদীশচন্দ্র বড় হয়েছিলেন ডাকাতের গল্প শুনে। ডাকাতের কাঁধে চড়ে তিনি প্রতিদিন স্কুলে যেতেন। স্কুল ছুটির পর আবার ডাকাতের কাঁধে চড়ে বাড়ি ফিরতেন। এই যাওয়া আসার পথে তিনি শুনতেন ডাকাত জীবনের নানান গল্প। এই ডাকাত কিন্তু যে সে ডাকাত ছিল না রীতিমতো জেল ফেরত খাণ্ড ডাকাত। জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ওই ডাকাতকে সুযোগ দিয়েছিলেন ভালো হওয়ার জন্য। ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে হয়েও সাধারণ বাংলা স্কুলে পড়াশোনা করতেন। জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, নাম ভগবান চন্দ্র বসু। তিনি সবসময় অসহায় মানুষদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন। যখন তিনি ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে মাত্র একটি জেলা স্কুল ছিল। তাই সাধারণ মানুষের অনুরোধে সেখানে তিনি একটি বাংলা স্কুল খোলেন। সেখানেই ভর্তি করেছিলেন নিজের ছেলে জগদীশচন্দ্রকে। এই ঘটনাটি তখনকার সমাজের গণ্যমান্না ব্যক্তির ভালো চোখে দেখতেননি। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে কিনা সাধারণ একটি স্কুলে পড়বে! অনেকের কাছেই এই ঘটনাটা অবাক লেগেছিল। সব ধর্মের মহামিলন ঘটতো স্কুলে। ওই বাংলা স্কুলে সমস্ত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যেন মহামিলন ঘটতো। প্রতিদিন জগদীশচন্দ্রের বাঁ দিকে বসতেন একজন জেলের ছেলে এবং ডান দিকে বসতেন তার বাবার মুসলিম চাপরাশির ছেলে। স্কুলের এই সহপাঠীদের কাছে জগদীশচন্দ্র শুনতেন বিভিন্ন পশুর গল্প। লজ্জাবতী গাছ ছিল ম্যাজিকের মত। গাছ-পালা ভর্তি রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে সহপাঠীরা লজ্জাবতী গাছ নিয়ে ম্যাজিক দেখাতো। ছুঁলেই পাতা মুড়ে যেত। এই ম্যাজিক দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু কেন পাতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তা জানতেন চাইতেন তিনি। এভাবেই ধীরে ধীরে প্রকৃতির প্রতি তার অনুসন্ধিৎসু মনের সৃষ্টি হয়। তিনি সব সময় খেয়াল করতেন বিভিন্ন গাছের প্রকৃতি, এমনকি সেই তালিকা থেকে বাদ যেত না ছোট ছোট ঘাসফুল পর্যন্ত। টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্কুলে যাওয়া একসময় তিনি নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর কাঁধে চড়ে স্কুলে যাবেন না। এই সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে তার বাবা তাকে একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি স্কুলে যাওয়া- আসা।

শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর



বাংলারনবজরগ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন বাংলার মনীষীরা।

ভগিনী নিবেদিতা



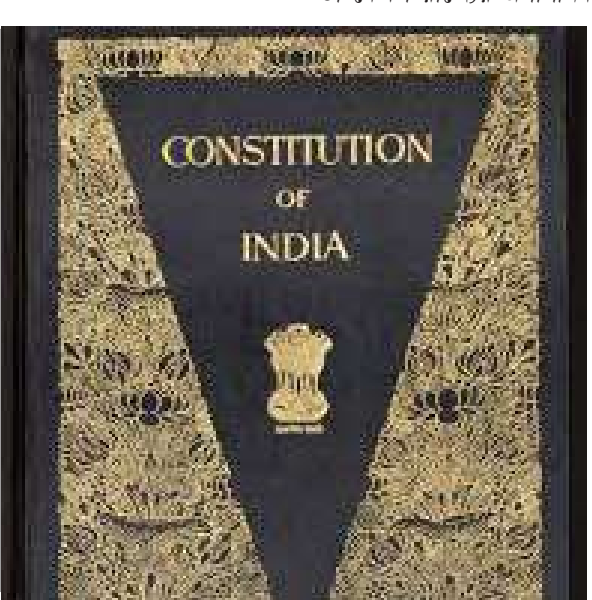
ভগিনী নিবেদিতা আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছিলেন ভারতে নারী জাগরণ ঘটাতে। তিনি জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন বিপ্লবী আন্দোলন করতে। বরোদার রাজ পরিবারের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় গিয়েছিলেন। সেখানে বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। বাংলায় এসে অরবিন্দ আশ্রয় লাভ করেছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেখান থেকে তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ‘বদমোতরম’ এবং ‘যুগান্তর’ পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতেন। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁকে গ্রেফতার হতে হয়েছিল। আলিপুর বোমা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস পৌঁছিয়ে দেওয়ার কথা বলে অরবিন্দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার কথায় অরবিন্দকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলে অরবিন্দের হয়ে আইনী লড়াই করেছিলেন।

কেন্দ্রের নির্দেশ অমান্য করলে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সঙ্কট

বিশেষ প্রতিবেদক

কেন্দ্রের নির্দেশ অমান্য করলে বরাদ্দ অর্থ বন্ধ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংকটে ভারত। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিসরে একটি মারাত্মক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলোর সম্পর্ক যে সর্বদা রাজনৈতিক টানাপোড়েনে আবদ্ধ থাকে তা



নতুন কিছু নয়, তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান আরও কঠোর হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যখন শোনা যায়, কেন্দ্রের নির্দেশ মানা না করলে রাজ্যকে বরাদ্দ অর্থ দেওয়া হবে না, তখন তা কেবল রাজনৈতিক ঈর্শাযারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক চেতনাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। ভারতের সংবিধান এক গঠনতান্ত্রিক ফ্রেমওয়ার্ক কাঠামো প্রদান করেছে। এই কাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের নির্দিষ্ট ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকার স্বীকৃত। সংবিধান কেন্দ্রকে যেমন কিছু নির্দিষ্ট অধিকার দেয়, তেমনিই রাজ্যকেও দেয় প্রশাসনিক ও নীতিগত স্বাধীনতা। রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, শ্রম ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নয়, বরং সহ-স্বাধিকার ভিত্তিক। এ ধরনের কাঠামোয় কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ একটি যৌথ প্রয়াসের অংশ হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক ভাবে কেন্দ্র বিরোধী রাজ্যগুলো উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছে। কখনো ‘নির্দেশিকা না মানার’ অভিযোগ, কখনো প্রকল্পের যৌথ ব্যাপ্তিৎ না করার অজুহাতে, রাজ্যগুলোকে অর্থ দেওয়া বন্ধ করে

বাংলাভাষা শিক্ষায় সরলীকরণ পদ্ধতি নিয়ে এসেছিলেন শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর মহাশয়

বিশেষ প্রতিবেদক

তখন যৌবন কাল, শরীরে সামর্থ ছিলো, মনে ছিল এক অদ্ভুত জেদ। পিতা যে জেদকে এঁড়ে বাহুরের গোঁ বলেছেন। সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও বুঝে ফেলেছিলেন সারকথা। সংস্কৃত দর্শন আমাদের ভিত্তি হলেও এই কুসংস্কার আর অশিক্ষায় নিমজ্জিত জাতিকে তুলে ধরতে চাই আধুনিক শিক্ষা। একদম প্রাথমিক স্তর থেকে শেখাতে হবে মানুষকে। শিশুশিক্ষার উপযুক্ত বই

এখানেই খাস্ত হবার মানুষ তিনি



কেথায়? সংস্কৃতের কঠিন ব্যাকরণ একেদে বোধগম্য না। শুরু করলেন সহজ বাংলার বর্ণমালা শিক্ষার বই রচনা। পাণ্ডুলিপি পড়ে বন্ধু মদন মোহন তর্কালঙ্কার সর্বিস্ময়ে বলতেন, এসব কি করছে ঈশ্বর! বেদান্ত, দর্শন ছেড়ে শিশুপাঠ্য!! বন্ধ করো এই পন্থশ্রম। তিনি খান্ডে হননি। ১৮৫৫-এ গেলেন বরোদায় বর্ণপরিচয়। (তর্কালঙ্কার অনুধাবন করতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যের বীজ বপন করেছিলেন তাঁর বন্ধু। বুঝতে পারেননি সিাদা পাতায় কালো কালিতে বিপ্লব

রাজ্য যদি কেন্দ্রের প্রতিটি সিদ্ধান্ত মেনে চলে, তাহলে সে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত হচ্ছে, আর যে রাজ্য কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের আইনত বা নীতিগত বিরোধিতা করছে, তার বরাদ্দ আটকে যাচ্ছে। এই চর্যার ফলে রাজ্যগুলোর উপর এক ধরনের রাজনৈতিক নিপীড়ন তৈরি হচ্ছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করছে। সংবিধান অনুযায়ী অর্থ কমিশন, জিএসটি কাউন্সিল বা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মধ্যে রাজ্যগুলোর পূর্ণাঙ্গ অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টও একাধিকবার বলেছে, রাজ্য সরকারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কোন সংবিধানিক বা আইনি ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই বরাদ্দ রোধ করছে?

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভিন্নমত থাকবেই। রাজনৈতিক মতবিরোধ কোনো দেশের জন্য দুর্বলতা নয়, বরং তা গণতন্ত্রের শক্তি। তবে সেই ভিন্নমতের ভিত্তিতে কোনও রাজ্যকে শাস্তি দেওয়া যদি নীতি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা শুধু রাজনীতির অবক্ষয় নয়, তা রাষ্ট্রনীতির পরাজয়। বিশেষ করে যখন কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই একটি দলের শাসনে থাকে, তখন এই আচরণ আরও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, একদল যদি কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকে, তারা যদি শুধুমাত্র তাদের দলের রাজ্য সরকারগুলোকে বেশি সুবিধা দেয়, তা হলে গোটা দেশে এক বৈষম্যমূলক শাসন ব্যবস্থা গড়ে পাবে, তা হলে গোটা দেশে এক সংবিধান পরিপন্থী।

এই পরিস্থিতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাবে অনৈতিক নয়, বরং তা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও ভয়াবহ। রাজ্যগুলো জ্ময়ন পরিকল্পনা সাজিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বরাদ্দ মিলিয়ে। যদি মাঝপথে অর্থরিলিজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে প্রজেক্ট থেমে যায়, শ্রমিকদের বেতন আটকে যায়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বুলে যায়। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে যায়, এবং দেশব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নেতি প্রয়োজন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রশাসনিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। কেন্দ্রের নির্দেশিকা মানা না মানা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, সমন্বয় হোক;উদ্যৈ যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনার সৌন্দর্য। অর্থ জবরদস্তি মূলক কৌশল। অর্থ বরাদ্দ কেবল প্রকল্পের কার্যকারিতা বা বাস্তব প্রয়োগ দেখেই নির্ধারণ হচ্ছে না, বরং দেখা হচ্ছে রাজ্য কতটা আজ্ঞাবহ। কোনো

এই অভ্যাস গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। কেন্দ্রকে মনে রাখতে হবে, তারা গোটা দেশের সরকার, কেবল একটি দলের প্রতিনিধি নয়। পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে এই দেশ গড়ে উঠেছে। এক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে। সেই কাঠামোর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে তবেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই, কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝতে হবে; আর্থিক বরাদ্দ কেবল ক্ষমতার হাতিয়ার নয়, এটি রাজ্যগুলোর প্রতি এক যৌথ দায়িত্ব ও সম্মানের প্রতীকলন। এই দায়িত্ব পালনে সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন করতে পারবে না। রাজনীতির উর্ধ্বৈ উঠে, মানুষের কল্যাণে কাজ করাই হওয়া উচিত। তবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। যত ক্ষণ না এই উপলব্ধি প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে প্রবাহিত হয়, ততদিন ভারত সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ হয়ে উঠতে পারবে না।

কেন্দ্রের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা নয় এই মনোভাব নিয়ে চলছে রাজ্য। এতে লাভ কিছুই হচ্ছে না। বরং উল্টে আরও ক্ষতি হচ্ছে। রাজনৈতিক মায়দা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কোনও লাভ হয়নি। এদিকে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। এমন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া রাজ্য কোনও রকমভাবে এক পা এগিয়ে চলতে পারবে না। ফলে এখন বিভেদ ভূলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আপোষ করে চলা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার তো বিদেশী নয় যে তারা লকডাউন হয়ে যাওয়ার ফলে ভারতের প্রবেশ করতে পারবে না। তারা ভারতীয়। ভারতীয় প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে রয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যর অভ্যন্তরের দিকে নজর দিয়ে থাকে। আর কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র ভারতের পরিস্থিতির ওপরে নজর দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবো না বলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল রাজ্য সরকার সেটা শেষ পর্যন্ত টিকলো না। দিল্লি থেকে আইন ধরে চিঠি এসে যাওয়ার ফলে মুখ্যসচিবকে ছুটে যেতে হয়েছে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের কাছে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলটি বিএসএফে অফিসে অবস্থান করছিল। বাধ্য থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি আইনী সিদ্ধান্তকে মেনে চলার। সেখানে কোনও কার্যিরি চলে না রাজ্য সরকারকে। আইনী সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে থাকেন মুখ্যসচিবের। আইনী সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে থাকে মুখ্যসচিব।

পরিবেশ বিপর্যয় রুখতে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে

বিশেষ প্রতিবেদক

পরিবেশ বিপর্যয় রুখতে সব দেশের একসঙ্গে এগিয়ে আসার সময় এখনই। জলবায়ু পরিবর্তন আর কল্লনার বিষয় নয়। এটি এখন বাস্তব, অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, তাপপ্রবাহে প্রাণহানি ঘটছে, হিমবাহ গলছে, মরু অঞ্চল বিস্তৃত হচ্ছে। এই পরিবেশ সংকট কেবল এক বা দু’টি দেশের সমস্যা নয়, বরং এটি এক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেরই এক অপরিহার্য দায়িত্ব রয়েছে; জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া।

বিশত কয়েক দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলির ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। শত শত বছর ধরে যেভাবে তারা কার্বন নিঃসরণ করে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে, তার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস জমা হয়েছে, তা আজকের এই সংকটের মূল কারণ। অথচ উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশগুলি; যারা এই দুঃঘণের জন্য একেবারেই দায়ী নয়; তাদেরই এই পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল, দক্ষিণ এশিয়ার নদীবিধৌত এলাকা, কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রগুলো; সব জায়গাতেই প্রকৃতির রুদ্ররূপ এখন নিত্যদিনের সঙ্গী।

এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এই সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ‘প্যারিস চুক্তি’ ও ‘কপ সম্মেলন’-এর মতো বৈশ্বিক উদ্যোগগুলো এই দিকেই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হলো, এখনও বহু দেশ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। অনেকে আবার নানা অজুহাতে নিজেদের দায় এড়িয়ে চলেছে। অথচ সময় কিন্তু দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। জৈবনিক তথ্য বলছে, আগামী দশ বছরের মধ্যেই যদি বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়়ে, তবে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। এই মুহূর্তে প্রয়োজন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে একে তাল সামাল দেওয়া। তাই নিঃসন্দেহে এগিয়ে এসে প্রযুক্তি, অর্থ ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে হবে। জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে যাতে কম সক্ষম দেশগুলিও যোগ দিতে পারে, সেই ব্যবস্থা তৈরি করাও জরুরি। কারণ, এই লড়াইয়ে কেউ একা জিততে পারবে না। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির দিকগুলো স্পষ্ট। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমেছে, পানীয় জলের অভাব বাড়ছে, দূর্ভিক্ষ ও স্থানচ্যুতি

ঘটছে, স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। এ অবস্থায় দেশগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে নয়, বরং যৌথভাবে কাজ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু শরণার্থীদের সাহায্যে একটি বৈশ্বিক তহবিল গঠন, স্বল্প কার্বন নিগমনের প্রযুক্তি ট্রান্সফার, সবুজ অর্থনীতির জন্য বিনিয়োগ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার; এই ধরনের পদক্ষেপ এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

ভারতের মতো দেশ, যারা জনসংখ্যায় বিশাল এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে রয়েছে, তাদের একদিকে যেমন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে, অন্যদিকে পরিবেশের জরুরি রক্ষা করতে হবে। তাই ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জ দ্বিগুণ। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু বিবেচনায় গুরুত্ব দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সৌর জেট গঠন, বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহ, একাধিক নদী ও বন সংরক্ষণ প্রকল্প ইত্যাদি ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবু এই যাত্রা আরও বড় পরিসরে বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ সংক্রান্ত পদক্ষেপ সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভাব ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। বহু সময় দেখা যায়, পরিবেশবান্ধব নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিল্প লবি বা ব্যবসায়িক চাপ বাধা নিয়ে দাঁড়ায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আবশ্যিক। আজকের যে ক্ষতি আমরা উপেক্ষা করছি, আগামী প্রজন্মকে তার চড়া মূল্য দিতে হবে। ফলে এখনই সময়, স্বল্পম্যেয়াদি লাভ নয়, দীর্ঘম্যেয়াদি টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ ও যুব সমাজ এদেরও ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারা সচেতনতা ছড়াতে, বিকল্প ধারণা দিতে, এমনকি চাপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। বিভিন্ন দেশে স্কুল- কলেজের শিক্ষার্থীরা পরিবেশ আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে; এটি উৎসাহজনক। কিন্তু সরকারের উচ্চপর্যায়ে সেই চাপ না পৌঁছলে বাস্তবে বদল আসবে না। তাই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নীতি নির্ধারণের টেবিলেও পরিবর্তনের হাওয়া আনতে হবে। বাংলােশন;

পাঠকদের কলমে ছদ্মনামে কবিগুরু

বিশেষ প্রতিবেদক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নয়টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। যথা

১) নানুসিংহ ঠাকুর, অকপটচন্দ্র



প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বাণীবী পত্রসাহিত্য উনিশ খণ্ডে চিঠি পত্র ও চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত। এছাড়া তিনি প্রায় দুই হাজার ছবি একেছিয়েলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। গীতাঞ্জলি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ। এই বইয়ে মোট ১৫৭টি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি রান্দা-ভাবাপন্ন ভক্তি মূলক রচনা। এর বেশিরভাগ কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ নিজে সুরা

ভাস্কর; ৩) অম্মাকালী পাকড়াশী; ৪) দিকশূন্য ভট্টাচার্য; ৫) নবীন কিশোর শর্মণ ; ৬) ঘটীচরণ দেবশর্মা ; ৭) বাব্বী বিনোদ বিদ্যাবিনোদ; ৮) শ্রীমতী কনিষ্ঠা; ৯) শ্রীমতী মধ্যমা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ই মে, ১৮৬১ – ৭ই আগস্ট, ১৯৪১) (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ – ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) ছিলেন অগ্রণী বার্ণালি কবি, গুণপান্যাসিক, সংগীততন্ট্রা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়।

রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ১৩টি উপন্যাস ও ১৯১৫টি গান যথাক্রমে গল্পওড় ও গীতবিতান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রকাশিত ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৩২ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী নামে

অফরিট

রাজকীয় শিকারের মাঠ প্রকৃতি পর্যটনের

কেন্দ্র আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়া

বিশেষ প্রতিনিধি

আলিপুরদুয়ারের বুকসা টাইগার রিজার্ভের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত রাজাভাতখাওয়া একটি ছোট্ট গ্রাম, যা পশ্চিমবঙ্গের তুয়ার্গ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামের নামের পিছনে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় গল্প, যা কুচবিহারের রাজপরিবারের সঙ্গে জড়িত। একসময় এই অঞ্চল ছিল রাজাদের শিকারের মাঠ, যেখানে কুচবিহারের রাজারা তাঁদের শিকার অভিযানের জন্য আসতেন। আজ রাজাভাতখাওয়া পরিণত হয়েছে প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্যে, যেখানে বুকসা টাইগার রিজার্ভের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং ঘন জঙ্গল পর্যটকদের মুগ্ধ করে। এই নিবন্ধে আমরা রাজাভাতখাওয়ার ঐতিহাসিক পটভূমি, রাজকীয় শিকারের গল্প এবং বর্তমানে এর পর্যটন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব।

● **রাজাভাতখাওয়ার ঐতিহাসিক পটভূমি**

রাজাভাতখাওয়ার নামের উৎপত্তি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। ১৮০০ সালের দিকে কুচবিহারের রাজা ভূটানের শাসকের কাছ থেকে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে, এই অঞ্চল ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ভাত খাবেন না। পরবর্তীকালে, ভূটানের রাজা শান্তিপূর্ণভাবে এই অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনার পর দুই রাজার মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মিলন হয়, এবং তারা এই ঘন জঙ্গলে একসঙ্গে ভাত খেয়ে উৎসব করেন। এই ঘটনা থেকেই এই স্থানের নাম হয় ‘রাজাভাতখাওয়া’ যার অর্থ ‘রাজা যেখানে ভাত খেয়েছিলেন’। এই গল্পটি স্থানীয় লোককথার অংশ হয়ে আজও জনপ্রিয়। এছাড়াও, রাজাভাতখাওয়া কুচবিহারের রাজাদের শিকারের মাঠ হিসেবে পরিচিত ছিল। লোককথা অনুসারে, কুচবিহারের রাজারা এখানে পিকনিক এবং শিকার



অভিযানের জন্য আসতেন। এই অঞ্চলের ঘন জঙ্গল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রাজাদের শিকারের জন্য আদর্শ ছিল। ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশরা কুচবিহারের রাজার আমন্ত্রণে বুকসা দুর্গ দখল করে, যা তখন ভূটানের রাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের বনজ সম্পদ, বিশেষ করে রেলওয়ে নির্মাণের জন্য কাঠের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে কুচবিহারের রাজার পক্ষে ভূটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৭৭৪ সালে ভূটানের একটি বড় ভোজসভার আয়োজন করা হয়, যা এই স্থানের নামকরণের পিছনে আরেকটি কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

● **রাজকীয় শিকারের মাঠ**

রাজাভাতখাওয়ার কাছাকাছি অবস্থিত

চিলাপাতা জঙ্গলও একসময় কুচবিহারের রাজাদের শিকারের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। এই জঙ্গলে একসময় প্রচুর গণ্ডারের বাস ছিল, কিন্তু ১৮৯২ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে কুচবিহারের রাজার নির্দেশে ব্যাপক শিকারের ফলে গণ্ডারের সংখ্যা হ্রাস পায়। এই শিকার অভিযানগুলো রাজকীয় বিনোদনের অংশ ছিল এবং তৎকালীন রাজপরিবারের জন্য গর্বের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হত। তবে, এই শিকারের ফলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা আজকের দিনে সংরক্ষণের গুরুত্বকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

● **বর্তমানে রাজাভাতখাওয়া-প্রকৃতি পর্যটনের কেন্দ্র**

১৯৮৩ সালে বুকসা টাইগার রিজার্ভ প্রতিষ্ঠার পর রাজাভাতখাওয়া পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসে। এই অঞ্চলের ঘন জঙ্গল, বৈচিত্র্যময় জীবজন্তু এবং প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বুকসা টাইগার রিজার্ভে রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, এশিয়ান হাতি, গৌর (হিন্ডিয়ান বাইসন), সাম্ভার হরিণ, ক্রাউডেড লেপার্ড এবং ২৮৪ প্রজাতির পাখি। রাজাভাতখাওয়া অবস্থিত নোচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার পর্যটকদের জন্য বুকসা টাইগার রিজার্ভে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে এবং এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। রাজাভাতখাওয়ার আরেকটি আকর্ষণ হলো এখানকার ভালচার শীতকাল (অক্টোবর থেকে মার্চ) এখানে ভ্রমণের জন্য সেরা সময়, কারণ বর্ষাকালে (১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর) বুকসা টাইগার রিজার্ভ পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকে। রাজাভাতখাওয়া একসময় কুচবিহারের রাজাদের শিকারের মাঠ হলেও, আজ এটি প্রকৃতি পর্যটন এবং সংরক্ষণের একটি প্রধান কেন্দ্র। এর ঐতিহাসিক গল্প, রাজকীয় উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এটিকে পর্যটকদের কাছে একটি অনন্য গন্তব্য করে তুলেছে। বুকসা টাইগার রিজার্ভের প্রবেশদ্বার হিসেবে রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। এখানকার জঙ্গল সাক্ষরী, মধ্য প্রদেশ সরকারকে ‘সুপ্রিম বার্তা’

সহযোগিতায় এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে হোয়াইট-ব্র্যাকড, লং-বিলড এবং স্পেন্ডার-বিলড ভালচারের প্রজনন করা হয়। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ১৬৯টি ভালচার রয়েছে, এবং গত তিন বছরে ৩১টি ভালচার বুনাতে ছেড়ে দেওয়া

হয়েছে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই কেন্দ্র থেকে ছাড়া দুটি ভালচার বুনাতে একটি ছানার জন্ম দেয়, যা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।

● **পর্যটন সম্ভাবনা**

রাজাভাতখাওয়ায় পর্যটকরা জঙ্গল সাফারি, পাখি পর্যবেক্ষণ এবং ট্রেকিংয়ের মাধ্যমে প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারেন। এখানকার অর্কিডারিয়ামে রয়েছে ১৫০০ প্রজাতির অর্কিড, যা প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া, এখানকার অ্যানিমাল রেসকিউ সেন্টারে আহত বাঘ এবং চিতাবাঘের চিকিৎসা করা হয়। জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ওয়াচটওয়ার থেকে হাতি, গৌর এবং এমনকি বাঘ দেখার সুযোগ রয়েছে। রাজাভাতখাওয়া আলিপুরদুয়ার থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার এবং শিলিগুড়ি থেকে ১৫৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি সড়ক এবং রেলপথে সহজেই পৌঁছানো যায়। নিকটতম রেলস্টেশন হলো রাজাভাতখাওয়া রেলওয়ে স্টেশন, এবং নিকটতম বিমানবন্দর হলো বাগডোগরা, যা ১৬০ কিলোমিটার দূরে। শীতকাল (অক্টোবর থেকে মার্চ) এখানে ভ্রমণের জন্য সেরা সময়, কারণ বর্ষাকালে (১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর) বুকসা টাইগার রিজার্ভ পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকে। রাজাভাতখাওয়া একসময় কুচবিহারের রাজাদের শিকারের মাঠ হলেও, আজ এটি প্রকৃতি পর্যটন এবং সংরক্ষণের একটি প্রধান কেন্দ্র। এর ঐতিহাসিক গল্প, রাজকীয় উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এটিকে পর্যটকদের কাছে একটি অনন্য গন্তব্য করে তুলেছে। বুকসা টাইগার রিজার্ভের প্রবেশদ্বার হিসেবে রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। এখানকার জঙ্গল সাক্ষরী, মধ্য প্রদেশ সরকারকে ‘সুপ্রিম বার্তা’

পাকিস্তানকে চাপে রাখতে ১৯৬০ সালের প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু কাস্মীরে

শ্রীনগর, ৩১ জুলাই: সিন্ধু জলচুক্তি বাতিলের পর এবার পাকিস্তানকে আরও চাপে রাখতে সাওয়ালকোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে পদক্ষেপ করল ভারত। জম্মু-কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীর উপর ১,৮৫৬ মেগাওয়াটের এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মিত হবে রামবন জেলার সিধু গ্রামের কাছে। এই বাঁধ নির্মাণে কেন্দ্র বুধবারই টেন্ডার ডেকেছে। অনলাইন টেন্ডার দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ১০ সেপ্টেম্বর। উল্লেখ্য, এই বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব হয় ১৯৬০ সালে, এবার তা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। পহলগামবাস জমিদারের পর পাকিস্তানকে সিন্ধু জলচুক্তি রদ করে দেয় ভারত। এরপর চন্দ্রভাগার উপর নতুন বাঁধ নির্মাণ করলে তা ইসলামাবাদের পক্ষে খুব একটা সুখস্বর হবে না। রামবন ও উধমপুর জেলার উপর বিস্তৃত এই প্রকল্পটি জম্মু থেকে ১২০ কিমি এবং শ্রীনগর থেকে ১৩০ কিমি দূরে তৈরি হবে। যাতে দুই শহরেরই বিমানবন্দর প্রায় সমদূরত্বে। প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট শেষবার তৈরি হয়েছিল ২০১৮ সালে। ১৯৬০ সালে সাওয়ালকোট ছাড়াও আরও কয়েকটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা চিন্তাভাবনা হয়েছিল। কিন্তু, তারপর থেকে সেগুলি ঠান্ডাঘরে চলে যায়। পহলগাম কাণ্ডের পরই কেন্দ্র ফের নতুন করে সেগুলি নির্মাণের কাজে জোর দিয়েছে। সাওয়ালকোট ছাড়াও রয়েছে ১৬২০ মেগাওয়াটের কিরাইলি ওয়ান, ১০০০ মেগাওয়াটের পাকাল ডাল এবং ২২২৪ মেগাওয়াটের আরও তিনটি প্রকল্প নির্মাণে পদক্ষেপ করা হবে। এই ৬টি জলপ্রকল্প তৈরি হয়ে গেলে জম্মু-কাশ্মীর ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে। এছাড়াও সমভূমির সেচ ও গার্হস্থ্য কাজে ব্যবহারের উপযোগী আরও জল পাবে। বুধবার রাজসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, সিন্ধু জলচুক্তি ছিল একপেশে। এখন ভারতের কৃষকরা সিন্ধু নদের জলের ভাগ পাবে। কাস্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং দিল্লির মানুষও এতে উপকৃত হবেন।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরেই এত বড় ‘অপরাধ’!

ভুবনেশ্বর, ৩১ জুলাই: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অনাচার। এত বছর ধরে যে কাছ নিষিদ্ধ, তা করতে গিয়েই ধরা পড়লেন এক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে মন্দিরে। প্রশ্ন উঠেছে, নিছকই মজা নাকি এর পিছনে ছিল অন্য কোনও ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য? পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভিতর থেকে আটক করা হয়েছে এক যুবককে। ধৃত যুবক গোপনে মন্দিরের ছবি তুলছিল এবং ভিডিও রেকর্ড করছিল। তাও আবার মোবাইল বা ক্যামেরার মাধ্যমে নয়, চশমায় থাকা স্পাইই ক্যামেরা মাধ্যমে। এতেই সে সন্দেহ আরও বেড়েছে। সকলেই জানে, পুরী মন্দিরে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। সেই কারণে মোবাইল নিয়েও প্রবেশ করা যায় না মন্দিরে। তবে এক যুবক গোপনে ছবি-ভিডিও

প্রথমে কেউ ধরতেই পারেননি



তুলছিল মন্দিরের। ধৃত যুবকের নাম অভিষিক্ত করা। ভুবনেশ্বরের বাসিন্দা সে। ওই যুবক মঙ্গলবার ইতিউতি ঘুরে চলেছেন। তাঁর আচরণ দেখে সন্দেহ হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। তাঁকে কাছে ডাকা হয়। এরপর তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতেই সত্যিটা বেরিয়ে আসে। দেখা যায়, রে ব্যানের মেটা ওয়েফার চশমা পরেছিল ওই যুবক, যাতে ক্যামেরা লাগানো থাকে। ফোনের সঙ্গে যুক্ত থাকে এই ক্যামেরা। এই স্পাইই ক্যামেরা দিয়ে লাইভ সম্প্রচারও করা যায়। ধৃত যুবক কেন স্পাইই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছিলেন, সে সম্পর্কে কিছু জানাননি। তাঁকে আটক করেছে পুলিশ, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। এই ভিডিও কাউকে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: সুরক্ষিত, ভাল রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং যান চলাচল যোগ্য রাস্তা সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে বেঁচে থাকার

অধিকারেরই অংশ। সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববেক্ষণ, রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব প্রাইভেট কন্সট্রাক্টরদের দেওয়ার বদলে রাজ্যের উচিত রাস্তার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরাসরি নিজের হাতে নেওয়া। গত ৩০ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি জেরি পারদিওয়াল এবং বিচারপতি আর মহাবদনের বেঞ্চ শুনানি চলছিল রাস্তার সংস্থার সংক্রান্ত একটি মামলার, যেখানে মধ্য প্রদেশ সরকার হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছিল বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে। ওই বেসরকারি সংস্থা দাবি করেছিল, রাজ্য সরকার কোনও বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দাখিল করতে পারে না। হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল, রাজ্য সরকার রিট পিটিশন দাখিল করতে পারে যেহেতু সরকারের সঙ্গে রাস্তা নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। তবে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের রিট পিটিশন গ্রহণ করে। এই

মধ্য প্রদেশ সরকারকে ‘সুপ্রিম বার্তা’

রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সংস্থা। শীর্ষ আদালত মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখে। তবে একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব মনে করিয়ে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের তরফে বলা হয়, মধ্য প্রদেশ হাইওয়েজ অ্যান্ড ২০০৪-র অধীনে রাজ্যের রাস্তার উন্নয়ন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে রাজ্যের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। কিছু নিয়ম-বধ্যবাহকতা বাদে যেহেতু দেশের যেকোনও প্রান্তে যাওয়া সংবিধানের ১৯(১)(জি)-র অধীনে মৌলিক অধিকার, তাই রাজ্যের দায়িত্ব রাস্তার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। রাস্তা সংস্থারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আউট সোর্সিংয়ে নির্ভরশীল না হয়ে, সতর্ক করা হয় যে উন্নয়ন ও রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্যেরই, একথা মনে করিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলে, স্টেট হাইওয়ে বা জেলায় রাস্তা নির্মাণের কন্সট্রাক্ট সরকার পরিচালিত কর্পোরেশনের উপরে থাকে।

কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সংস্থা। শীর্ষ আদালত মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখে। তবে একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব মনে করিয়ে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের তরফে বলা হয়, মধ্য প্রদেশ হাইওয়েজ অ্যান্ড ২০০৪-র অধীনে রাজ্যের রাস্তার উন্নয়ন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে রাজ্যের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। কিছু নিয়ম-বধ্যবাহকতা বাদে যেহেতু দেশের যেকোনও প্রান্তে যাওয়া সংবিধানের ১৯(১)(জি)-র অধীনে মৌলিক অধিকার, তাই রাজ্যের দায়িত্ব রাস্তার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। রাস্তা সংস্থারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আউট সোর্সিংয়ে নির্ভরশীল না হয়ে, সতর্ক করা হয় যে উন্নয়ন ও রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্যেরই, একথা মনে করিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলে, স্টেট হাইওয়ে বা জেলায় রাস্তা নির্মাণের কন্সট্রাক্ট সরকার পরিচালিত কর্পোরেশনের উপরে থাকে।

নার্সারি স্কুলের ফি ২ লক্ষ ৫১ হাজার! বেসরকারি স্কুলের ‘বিশেষ পরিষেবা’য় উঠছে প্রশ্ন

হায়দরাবাদ, ৩১ জুলাই: শিশুকে নার্সারিতে ভর্তি করাতে বছরে খরচ পড়বে আড়াই লক্ষ টাকারও বেশি! হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। হায়দরাবাদের এক নার্সারি বেসরকারি স্কুলের বার্ষিক ফি ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, তাও কেবলমাত্র নার্সারি ক্লাসের জন্য। এই খবর সামনে আসতেই সমাজের বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, শিক্ষা কি তাহলে শুধুই অভিজাত শ্রেণির অধিকার হয়ে যাচ্ছে? শুধু হায়দরাবাদই নয়, গোটা দেশের বড় শহরগুলিতে এই প্রবণতা এখন বাড়ছে দ্রুত হারে। বেসরকারি স্কুলের অঙ্গনওয়াড়ি ও প্রাথমিক স্তরে ভর্তি ফি, বার্ষিক ফি, ‘স্মার্ট ক্লাসরুম’, এক্সট্রা কারিকুলার ফি, ট্রান্সপোর্ট, ইউনিকর্ফ, বই-সব বিলিয়ে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা গচ্ছা দিতে হচ্ছে অভিভাবকদের। শিক্ষা যেন একটি ‘প্যাকেজড কমার্শিয়ালিটি’ হয়ে উঠেছে, যেখানে ‘ব্র্যান্ডেড স্কুলে’ পড়ানো মানে গর্বের বিষয়, অথচ বিপুল খরচ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা। ‘দ্য নিউজ মিনিট’-এর জুন ২০২৫ সালের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, হায়দরাবাদে প্রাইভেট কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বার্ষিক খরচ ১ লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে ২ লক্ষ টাকার মধ্যে। কিছু ক্ষেত্রে এই খরচ আরও বেশি। অথচ রাজ্যের শিক্ষা দফতর এখনও পর্যন্ত কোনও



সম্পূর্ণ ফি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেনি। ১৯৯০-এর দশক থেকেই অভিভাবকদের তরফে এই দাবি উঠলেও, আজও তা কেবল বসড়া স্তরেই পড়ে রয়েছে। ২০১১-২২ সালের ইউনিকর্ফে ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্রাস রিপোর্ট অনুযায়ী, শহুরে ভারতে ৪৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পড়ে প্রাইভেট (অনার্থিত) স্কুলে। এর পেছনে অন্যতম কারণ, সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা অতাব। ফলে, অভিভাবকদের একাংশ চান সন্তানের ‘ভবিষ্যতের

নিশ্চয়তা’র জন্য খরচ ব্যতী হোক, বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাতেই হবে। বেসরকারি স্কুলগুলির উপরে কার্যত কোনও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা নেই। ফলে তারা নিজদের খুশি মতো ফি ধার্য করে, নানা পরিষেবার নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকে। একাধিক রাজ্যে শিক্ষা কমিশন থাকলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে তারা খুব বেশি কার্যকর নয়। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র বা তামিলনাড়ুতে কয়েকটি মামলার ভিত্তিতে আদালতের হস্তক্ষেপে ফি নির্ধারণে কিছু সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু

তার বাস্তবায়ন অনেকটাই দুর্বল। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষানিতি বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়ানোই হতে পারে একমাত্র সমাধান। ২০১৯ সালের একটি বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করলে এবং আরও বেশি স্কুল বাজারে প্রবেশের সুযোগ পেলে ফি ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে। অনেকে বলছেন, সরকারের উচিত নতুন স্কুল খোলার ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রক্রিয়া সরল করে

দেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় বাধা দূর করা, যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে ‘সাপ্লাই সাইড’ বাড়ি। এই ধরনের চড়া ফি-র বিরুদ্ধেই সোচার হাছেন অনেক অভিভাবক। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই লিখেছেন, ‘শিশুর প্রথম পাঠশালার ফি যদি ২.৫১ লক্ষ হয়, তবে উচ্চশিক্ষার খরচ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?’ আবার কেউ লিখছেন, ‘শিক্ষা কি তাহলে শুধু পণ্যে পরিণত হল?’ হায়দরাবাদের এক অভিভাবক সংগঠনের সভাপতি বলেন, ‘শিক্ষাকে যদি সরাসরি জন্য সমান সুযোগ হিসেবে দেখতে চাই, তবে সরকারের উচিত এখনই এই নিতি মুনাবালোভী শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনা।’ বর্তমানে ভারতের অনেক শহরে ‘প্রিমিয়াম স্কুল’ একটি নতুন শ্রেণি তৈরি করেছে। যেখানে মান, পরিকাঠামো, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত এবং বিভিন্ন এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটির দোহাই দিয়ে লক্ষাধিক টাকা ফি দাবি করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে আরও একটি নতুন বৈষম্যের রেখা স্পষ্ট হচ্ছে - শিক্ষা নিয়ে। তাই প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষা কি সত্যিই এখন আর অধিকার নয়, শুধুই সামর্থ্যের বিষয়? এর উত্তর সময়ের অপেক্ষা। তবে রাষ্ট্রের তরফে নিরুত্তর থাকলে ভবিষ্যতের ভারত আরও বৈষম্যপূর্ণ সমাজে রূপান্তরিত হবে, তা বলাই বাহুল্য।

দিনক্ষণ ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা! ধনখড়ের ‘উত্তরসূরি’ বাছাই নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: এবার শুধু দিনক্ষণ ঘোষণার পালা। জগদীপ ধনখড়ের উত্তরসূরি বাছাইয়ে একটুও দেরি করতে রাজি নয় দেশের নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচনী প্রকৃতির অন্তিম পর্বের কথা জানিয়েছে তারা। এবার শুধু দিনক্ষণ ঘোষণা করে নতুন মুখ বাছাইয়ের পালা। এদিন কমিশন সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, খুব দ্রুত উপরস্তুপতি নির্বাচনের নির্ণয় ঘোষণা করা হবে। ইতিমধ্যেই সেই নির্বাচনে যারা ভোট দেবেন অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের একটি নামের তালিকা বা নির্বাচন কমিশনের পরিসভায় ইলেক্টোরাল কলেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, সপ্তাহ খানেক আগেই আকস্মিক ভাবে উপরস্তুপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড়। সারাদিন কাজের পর ভর সন্ধ্যায় রস্তুপতি ভবনে গিয়ে নিজের ইস্তফা পত্র জমা দিয়ে আসেন তিনি। জানিয়ে দেন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে পদ থেকে সরছেন তিনি। অবশ্য, সেই কারণ রাজনৈতিক মহলে ‘যোপে টেকেনি’ বললেই চলে। জগদীপ ইস্তফা নিয়ে শাসকের বিরুদ্ধে রীতিমতো সুর চড়ান বিরোধীরা। তবে সে সব তর্ক-বিতর্ক এড়িয়েই নতুন উপরস্তুপতি বাছাইয়ের কাজে মন দেয় কমিশন।



আর সেই অধিকার তারা পেয়েছে সংবিধানে বলে। অনুচ্ছেদ ৬৮ (২) অনুযায়ী, উপরস্তুপতি কোনও কারণে পদত্যাগ করলে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করাতেই হবে। যেহেতু জগদীপ ধনখড় তিন বছর উপরস্তুপতি পদে থাকার পর ইস্তফা দিয়েছেন, সেহেতু এরপর যিনি নির্বাচিত হবেন, তিনি আগামী পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। আর এই পদে অস্থায়ী ভাবে কাউকে রাখা যায় না। তাই এত তৎপরতা কমিশনের।

CHANGE OF NAME

I, Kashmira Bibi wife of Kashem Ali Thander, residing at Thander Para, Bidhangarh, Kolkata - 700066, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kashmira Bibi as declared before the Notary Public at Kolkata dated 25/07/2025. Kashmira Bibi and Kashmira Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anindita Ghosh D/O-Ashoke Ghosh, residing at VILL+ P.O- Duttapulia, PS-Dandahata, Dist-Nadia, Pin-741504, West Bengal, India do hereby solemnly affirm and declare That in my Birth Certificate being registration No: 01208/1991, Date of Registration: 24.4.1991, where my father's name has been recorded as Ashoke Kur. Ghosh. That my father Ashoke Ghosh and Ashoke Kur. Ghosh is the same and one identical person as declare before the notary at ranaghat Vide affidavit No- 67 dt- 30/07/2025.

CHANGE OF NAME

I Sahaman Sk s/o-Ahamaddi Sekh, Residing at Village- Lakshampur, (Dangapara), P.O- Lakshampur, P.S- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman, W.B. Pin- 743512, have changed my name and shall henceforth be known as Sahaman Sekh as declared before the Ld. 1 st class judicial Magistrate at Kalna, Dist- Purba Bardhaman, W.B. vide Affidavit NO-2070, Date-04/07/2025, Sahaman Sk and Sahaman Sekh both are same and identical Person.

নাম পরিবর্তন

আমি Jayanta Kumar Kundu (পুরাতন নাম) পিতার নাম Pratul Chandra Kundu চিকানা-গ্রাম- বাপ, পো- বলীদেওয়ানগঞ্জ, থানা-গোঘাট, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭২১৬১৬ পরগণা, সর্বস্ব স্বত্বাধীনে হাইকোর্টের রায়ের উপর উপস্থিত হইয়া জায়ন্তা কুমার (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। এখতিয়ার (SI. No 6228) তারিখ ৩১.৭.২৫ Jayanta Kumar Kundu(Old name) এবং Jayanta Kundu (New name) একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইল।

CHANGE OF NAME

I, BABUL MANDAL (Old Name) S/O ACEKH MONDAL Residing at Vill- Sadarpur, P.O- Bhebia, P.S.-Hasnabad, District - Basirhat, Pin - 743456 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as BABUL HASAN MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 31-07-2025. BABUL MANDAL (Old Name) and BABUL HASAN MONDAL (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Peyaru son of Late Md. Min-hazuddin, residing at 18, Champa Road, P.O- Rishra, P.S- Serampore, Dist: Hooghly, Pin: 712248, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Pi-yaru as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Seram-pore, Hooghly, vide affidavit No. 11340 dated 07/11/2024. Md Peyaru and Md Pi-yaru both are same and one identical person.

Name Change

I, PRAGYA KAUSHIK MAJUMDER (OLD NAME) W/O KAUSHIK MAJUMDER, RESIDING AT 3A, 20, SUBHASH PALY, BARANAGAR, DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-700108, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAGYA BHATTANAGAR (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BIDHANNAGAR ON 28/04/2025. PRAGYA KAUSHIK MAJUMDER (OLD NAME) AND PRAGYA BHATTANAGAR (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I Osman Sk s/o-Sahaman Sekh, Residing at Village- Lakshampur,(Dangapara),P.O- Lakshampur, P.S- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman, W.B, Pin- 713512, have changed my name and shall henceforth be known as Osman Sekh as declared before the Ld. 1 st class judicial Magistrate at Kalna, Dist- Purba Bardhaman, W.B. vide Affidavit NO-2070, Date-04/07/2025, Osman Sk and Osman Sekh both are same and identical Person.

CHANGE OF NAME

I, Mast Rabeya Bibi wife of Shaik Aabul Hossain, residing at Vill: Gokhali, P.O- Golabari Bazar, P.S- Duttapukur, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743423, West Bengal, have change my name and shall henceforth be known as Rabeya Bibi as declared before the Notary Public at Kolkata dated 29/07/2025. Mast Rabeya Bibi and Rabeya Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Ismail Sk (Old Name) S/O- Muddin SK resident of Vill-Mahendrapur , Po-Daharpur , Ps-Suti , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742201 do hereby declared that I have changed my name from Ismail Sk to Ismail Seikh and henceforth I shall be known as Ismail Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/07/2025. My name Ismail Seikh & Ismail Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Jesmin Ara Banu (Old Name) W/O- Raihan Ali residing at Vill & PO-Begumbari , PS-Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Jesmin Ara Banu to Jesmin Ara Begum and henceforth I shall be known as Jesmin Ara Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/07/2025. My name Jesmin Ara Begum & Jesmin Ara Banu both are same and one identical person.

Name Change

I, Jiyarul SK (Old Name) S/O- Nasarat Sekh residing at Elahiganj , Dahapara , Murshidabad, West Bengal 742104 do hereby declared that I have changed my name from Jiyarul Sk to Jiyarul Sekh and henceforth I shall be known as Jiyarul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/07/2025. My name Jiyarul Sekh & Jiyarul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Khosbar Ali (Old Name) S/O-Jarafatullah residing at Vill-Khidir Para , PO-Kupila , PS-Domkal , Murshidabad, West Bengal 742303 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Khosbar Ali to Md Khosbar Ali and henceforth I shall be known as Md Khosbar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/07/2025. My name Md Khosbar Ali & Mohammad Khosbar Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Anisur Rahman, my father's (Old Name) Late Md Idrish Ali & Sk Idrish Ali residing at Vill-Raj nagar (near Sukhtara School) , PO- Malitha , PS-Englishbazar , Dist-Malda, West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my father's name from Late Md Idrish Ali & Sk Idrish Ali to Late Sekh Idrish Ali and henceforth my father's name shall be known as Late Sekh Idrish Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/07/2025. My father's name Late Sekh Idrish Ali (new name) & (old name) Late Md Idrish Ali & Sk Idrish Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Raihan Ali Molla (Old Name) S/O- Abud Samad residing at Vill & PO-Begumbari , PS-Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Raihan Ali Molla to Raihan Ali and henceforth I shall be known as Raihan Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/07/2025. My name Raihan Ali & Raihan Ali Molla both are same and one identical person.

Name Change

I, Raju Mondal (Old Name) S/O- Abi-nash Mondal residing at Vill-Ranchan-drapur , PO-Bajpur Madhupur PS-Lalgola, Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Raju Mondal to Raju Mandal and henceforth I shall be known as Raju Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/07/2025. My name Raju Mandal & Raju Mondal both are same and one identical person.

এবার কি কেকেআরে কেএল রাহুল!

মুম্বই, ৩১ জুলাইঃ পরের মরশুমে কেকেআরে খেলবেন কেএল রাহুল! চলতি ইংল্যান্ড সফরে দুরন্ত ফর্মে থাকা ভারতীয় ওপেনারকে দলে নিতে আগ্রহী নাইট শিবির, এমনটাই শোনা যাচ্ছে ক্রিকেটমহলে কান পাতলে। সম্প্রতি কোচের পদ থেকে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে ছাঁটাই করেছে কেকেআর। তারপরেই সম্ভবত টিম ঢেলে সাজতে চাইছে নাইটরা। সেজন্যই রাহুলকে এবার দলে নিতে ঝাঁপাচ্ছে কেকেআর, এমনটাই সুত্রের খবর। গত আইপিএলে ১৪ কোটি টাকায় দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দিয়েছিলেন রাহুল। ওপেনিং হোক বা মিডল অর্ডার-দুই ভূমিকাতেই সফল হন। তারপর ইংল্যান্ড সফরে গিয়েও তিনি দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। দু’টি



সেঞ্চুরি-সহ পাঁচশোর বেশি রান করেছেন। তারপরেই কেকেআর শিবিরে আগ্রহ বেড়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রাহুলকে দলে নেওয়ার জন্য দিল্লির কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কেকেআর। ২০২৫ আইপিএলে একেবারে হতপ্রী পারফরম্যান্স ছিল নাইটদের। তাই কোচ পণ্ডিতের ছাঁটাইয়ের পরই দল গোছাতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। বর্তমানে নাইট শিবিরের যা অবস্থা, তাতে রাহুল এলে একসঙ্গে বেশ কিছু সমস্যা মিটে যেতে পারে। গতবার কুইন্স ডি’কক বা রহমানুল্লাহ গুরবাজকে নিলেও তাঁরা উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসাবে সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। রাহুল সেই ভূমিকায় সফল হতে পারেন, সেই সঙ্গে আরও একজন বিদেশি খেলানোর রাস্তাও খোলা থাকবে। নাইটদের নেতৃত্বও দিতে পারবেন রাহুল, দীর্ঘদিন আইপিএলে ক্যাপ্টেনি করেছেন তিনি। এছাড়াও কেকেআরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে রাহুলের রাসায়ন খুবই ভালো। রাহুল নিজেই বলেছিলেন, ব্যাটিংয়ে জন্মতির নেপথ্যে নায়ারের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কেকেআরে রাহুলের ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। কারণ রাহুলের বদলি হিসাবে কেকেআরের কোন ক্রিকেটারকে দিল্লিতে পাঠানো হবে, সেই নিয়ে কোনও ধারণা নেই। তবে নিলামে রাহুলের দাম দিয়ে তাকে কিনে নিতে পারে কেকেআর, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত রাহুল আসে কেকেআরে আসবেন কিনা, উত্তর দেবে সময়।

৫ টেস্ট, ০ ম্যাচ! স্কোয়াডে নাম থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে কাদের একবারও সুযোগ জুটল না?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মানে করা হচ্ছিল, জসপ্রীত বুমরাহ যখন অনিশ্চিত, তখন তাঁর যোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন অশ্বিনীপ সিং। এটা সিরিজ শুরু করার অন্তিম। আজ, ওভালে সফরের পঞ্চম তথা অন্তিম টেস্ট শুরু হয়েছে। সেখানে চাঁই জোটেনি পাঞ্জাবি পেশারের। গত চারটি টেস্টেও একই গল্প। কখনও চোট-আঘাত, কখনও টিম কন্ট্রিনেশন-অশ্বিনীপের বাদ পড়ার কারণ সময় সময় বদলে গিয়েছে। সিরিজে ভারত দুরন্ত কামব্যাক করে সিরিজ ড্র করে বাড়ি ফিরতে পারে কি না, সেটা পাঁচদিন বাবেই বোঝা যাবে। কিন্তু চলতি সফরে যে সমস্যা গৌতম গম্ভীর-সহ টিম ম্যানেজমেন্টকে সবচাইতে বেশি ভুগিয়েছে, সেটা প্রথম একাদশ বাছাই। বোলার-অলরাউন্ডার নিতে যোগ্য অনেক ক্ষেত্রেই জাত বোলারদের ঘাড়ে খাঁড়ার ঘা নেমে এসেছে। অশ্বিনীপকেও সম্ভবত তার বলি হতে হল। এমনিতে টি-২০-তে জাতীয় দলের বোলিং ইউনিটের বিশ্বস্ত মুখ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম সংস্করণে টিম ইন্ডিয়ায় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী।

অথচ টেস্টে অভিষেক পর্যন্ত হয়নি! এর কারণ ঠিক কী? ইংল্যান্ড থেকে বাড়ি ফিরে জবাব খুঁজতে বসেন অশ্বিনীপ। বুমরাহ যখন চোট-আঘাত আর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ধাক্কায় বিপর্যস্ত, তখন নির্বাচকদেরও



আয়নার সামনে দাঁড়তে হবে। সত্যিই অশ্বিনীপ এত লম্বা সময় বাইরে থাকার যোগ্য? দ্বিতীয় যে খেলোয়াড় নিছক স্কোয়াড প্লেয়ার হয়ে রয়ে গেলেন, ইংল্যান্ডের ময়দানে নামার সুযোগ পেলেন না, তিনি কুলদীপ যাদব। তাকে দলে না দেশে অবাধ বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ। লর্ডস, এজবাস্টনের বাইশ গজে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে

পারতেন এই বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার। ফ্ল্যাট উইকেটেও উইকেট শিকার করার ক্ষমতা রয়েছে। দলে দুই অলরাউন্ডার স্পিনার হিসাবে ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবীন্দ্র জাদেকাকে রাখার কোনও দরকার

পড়েছিলেন রবিশ্রুদ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেকার ছায়ায়। ভারতীয় দল থেকে অশ্বিনের বিদায় কুলদীপ যাদবের জন্য ভারতের টেস্ট দলে জায়গা পাকাপোক্ত করার পথ সুগম করেছে বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু



ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমান গিলের ধারণা ভিন্ন। যেমন, এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে দ্বিতীয় স্পিনার খেলানোর প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও, গিল-গম্ভীর জুটি কুলদীপের পরিবর্তে ওয়াশিংটন সুন্দরকে দলে বেছে নেন। বাদ দেওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে গিল জানান-‘ব্যাটিং

গভীরতা’ বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। তা কি ভারতকে আগের ব্যাকফুটে ঠেলল না? প্রশ্নটা ইতিমধ্যে কাটার মতো বিধতে শুরু করেছে। তিন নম্বর নাম অভিমন্যু ঈশ্বরন। জাতীয় দলের স্কোয়াডে ডাক পাওয়ার পর প্রতিভাবান ব্যাটার। এটা নেহাতই দুর্ভাগ্য? নাকি তিনি পরিকল্পিত বঞ্চনার শিকার? ইংল্যান্ড সিরিজের অন্ত্যপর্বে প্রশ্নটা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই ক’বছরে বহুবার দলের সঙ্গে বিদেশে সফরে গিয়েছেন। নাম উঠেছে ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে। কিন্তু প্রথম একাদশের কাপ মাথায় পরার সুযোগ পাননি। প্রথমবার ডাক পাওয়ার পর তাঁকে ডিভিজে যাঁরা দলে নাম লিখিয়েছেন, তারা হলেন-কেএস ভরত, সূর্যকুমার যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, ঈশান কিষান, মুকেশ কুমার, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, রজত পাটীদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, আকাশ দীপ, দেবদত্ত প্যাডিকুল, নীতীশকুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা, সাই সুদর্শন ও অংশুল কসোজ। এদের সকলেই কি ধারেভারে, যোগ্যতায়-গুণমানে অভিমন্যুর চাইতে এগিয়ে? কীরের ভিত্তিতে এত খেলোয়াড়ের ভিড়ে নাম তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি? করুণ নাযার বাদ পড়ার পর যদি একই সিরিজে ফের কামব্যাক করতে পারেন, তাহলে অভিমন্যুকে খেলানো হচ্ছে না কেন? প্রশ্ন অনেক। জবাব অথরা।

প্রতিভাবান ব্যাটার। এটা নেহাতই দুর্ভাগ্য? নাকি তিনি পরিকল্পিত বঞ্চনার শিকার? ইংল্যান্ড সিরিজের অন্ত্যপর্বে প্রশ্নটা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই ক’বছরে বহুবার দলের সঙ্গে বিদেশে সফরে গিয়েছেন। নাম উঠেছে ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে। কিন্তু প্রথম একাদশের কাপ মাথায় পরার সুযোগ পাননি। প্রথমবার ডাক পাওয়ার পর তাঁকে ডিভিজে যাঁরা দলে নাম লিখিয়েছেন, তারা হলেন-কেএস ভরত, সূর্যকুমার যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, ঈশান কিষান, মুকেশ কুমার, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, রজত পাটীদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, আকাশ দীপ, দেবদত্ত প্যাডিকুল, নীতীশকুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা, সাই সুদর্শন ও অংশুল কসোজ। এদের সকলেই কি ধারেভারে, যোগ্যতায়-গুণমানে অভিমন্যুর চাইতে এগিয়ে? কীরের ভিত্তিতে এত খেলোয়াড়ের ভিড়ে নাম তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি? করুণ নাযার বাদ পড়ার পর যদি একই সিরিজে ফের কামব্যাক করতে পারেন, তাহলে অভিমন্যুকে খেলানো হচ্ছে না কেন? প্রশ্ন অনেক। জবাব অথরা।

আইপিএলের সঙ্গে পাল্লা দ্য হান্ড্রেডের!

লন্ডন, ৩১ জুলাইঃ আইপিএলের সঙ্গে টক্কর দিতে তৈরি ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড। ২২ গজে লড়াইয়ের আকর্ষণে না হলেও টাকার অঙ্ক অনেকটা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মতোই লাভবান হতে চলেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। দ্য হান্ড্রেডের ছাঁট দলের কৌশলগত অংশীদারির চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। সব চুক্তির পর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হতে পারে ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি। ভারতীয় মূল্যে ৫৭৮৮ কোটি টাকারও বেশি। দ্য হান্ড্রেডের আটটি দলের মধ্যে ছাঁট দলের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আইপিএলের বেশ কয়েকটি দলের মালিক বা তাদের সংস্থা বিপুল বিনিয়োগ করেছেন ইংল্যান্ডের ১০০ বলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। যে ছাঁট দলের চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে সেগুলি হল লন্ডন স্পিরিট, বার্মিংহাম ফিল্ড, ম্যাগ্গেস্টার অরিজিনালস, নর্দার্ন সুপারচার্জার্স, সোদার্ন ব্রেন্ড এবং ওয়েলস ফায়ার। চুক্তি বাকি রয়েছে ট্রেন্ট রকেটস এবং ওভাল ইনভিসিবলসের।

সাইপ্রাসের ক্লাবে যোগদান করলেন ভ্যান নিফ



ফামাগুস্তা (সাইপ্রাস), ৩১ জুলাইঃ গত মরসুমে একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিল মুম্বই সিটি এফসি। কিন্তু তবুও খুব একটা প্রভাব ফেলা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। ডুবরানের তথৈবচ পরিস্থিতি হওয়ার পর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে যুরে দাঁড়াতে মরিয়া ছিল বানিজ্য নগরীর এই দল। এক্ষেত্রে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান

তথা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ড্র করেই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল পেট্রু ক্র্যাটিকির ছেলেরা। তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে ও আটকে যেতে হয়েছিল জামশেদপুর এফসির কাছে। সেটা কিছুটা হলেও হতাশ করেছিল সকলকে। মাঝে দল জয়ের মুখ দেখলেও সেটা স্থায়ী ছিল না। সমগ্র এগোনোর সাথে সাথেই আইএসএলের একাধিক ফুটবল দলের কাছে আটকে যেতে হয়েছিল এই আইএসএল জয়ীরে। স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব পড়েছিল পয়েন্ট টেবিলে। যারফলে সুপার সিঙ্গে স্থান করা নিয়ে দেখা দিয়েছিল খেয়াশ। কিন্তু দ্বিতীয় লেগ থেকেই বদলাতে শুরু করেছিল পরিস্থিতি। একের পর এক ফুটবল দলকে ধরাশায়ী করে গিলের যষ্ঠ স্থান নিশ্চিত করেছিল দেশের বানিজ্য নগরীর এই ক্লাব। তারপর ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম নকআউট ম্যাচ খেলতে নেমেছিল লালিয়ানজুয়াল। ছাংতেরা। যেখানে তাদের লড়াই করতে হয়েছিল জেরাট জারাগোজার শক্তিশালী বেঙ্গলুরু এফসির সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচ গোলের বিরতি ব্যবধানে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিল দল। শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই শেষ হয়েছিল ফুটবল সিজন। যা ভালোভাবে নয়নি সিটি ম্যানেজমেন্ট। যারফলে দল থেকে বাদ পড়তে শুরু করেছিলেন একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলার। সেই ছাঁটাইয়ের তালিকায় ছিল ডাচ ফুটবলার ভ্যান নিফের নাম। মাসকরকে আগেই তাকে রিজি কর দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছিল মুম্বই শিবির। সেই ভ্যান নিফ অবশেষে সাইপ্রাসের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব অ্যানোরথোসিস ফামাগুস্তা এফসিতে যোগদান করলেন। জানা গিয়েছে, আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত আপাতত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এই ফুটবল দলের। পরবর্তীতে তাঁর পারফরম্যান্স দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সেই ফুটবল ক্লাব।

অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট, তবে খেলবে কে? মাথায় হাত বাংলাদেশ-পাকিস্তানের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে ১২৮ বছর পর ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে। ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে প্রথম ও শেষবারের মতো ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর দীর্ঘ বিরতির অবসান ঘটায় ‘গ্র্যান্টেস্ট শো অন আর্থ’ আবার জয়গা করে নিচ্ছে ক্রিকেট। তবে এবার সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাট, অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি রূপে।

২০২৮ অলিম্পিকে থাকছে মোট ৩১টি খেলা এবং ৩৫১টি পদক ইভেন্ট। এর মধ্যে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ক্লাস ফুটবল, ল্যাঞ্জেস, স্কোয়াশ, বেসবল বা সফটবলের মতো খেলা এবং ফিরে আসছে ক্রিকেট। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। তবে আশঙ্কার বিষয় হল, অলিম্পিকে ক্রিকেট ইভেন্টে সুযোগ পাবে মাত্র ছয়টি পুরুষ ও ছয়টি মহিলা দল। প্রতিটি দলের স্কোয়াড হবে ১৫ জনের। এর অর্থ, মাত্র ৯০ জন ক্রিকেটার পুরুষ বিভাগের হয়ে অলিম্পিকে অংশ নিতে পারবেন। বাছাই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত না হলেও, জানা গিয়েছে আঞ্চলিক বাছাই ও র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতেই দল নির্বাচন করা হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণে সবচেয়ে বেশি সময়ায় পড়তে চলেছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলো। বর্তমানে আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী শীর্ষস্থান দখল করেছে ভারত, দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়া, চতুর্থ নিউজিল্যান্ড, আটম পাকিস্তান, দশম বাংলাদেশ। অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী, আয়োজক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি অংশ নেবে। যদিও তারা

টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৭ নম্বরে, তবু আয়োজক হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত। ফলে প্রতিটি মহাদেশ থেকে একটি করে শীর্ষ দল সুযোগ পাবে। এশিয়া থেকে ভারত, ওশেনিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ড, আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকা অঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্র। যষ্ঠ দলটি কীভাবে নির্ধারিত হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি। এই প্রক্রিয়া মেনে চললে, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের জন্য জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ড যাদের বর্তমান র‍্যাঙ্কিং ৪, কিন্তু ওশেনিয়া অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে থাকায় তারা বাদ পড়তে পারেন। একইভাবে পাকিস্তানও এশিয়ার ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে, ফলে তাদের অলিম্পিক যাত্রা অনিশ্চিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কমিটি এবং আইসিসির লক্ষ্য, ক্রিকেটকে বৈশ্বিকভাবে তুলে ধরা। তাই এই আঞ্চলিক বাছাই পদ্ধতি। তবে প্রশ্ন উঠেছে-সুদূ ৬টি দল নিয়ে কি সত্যিই বৈশ্বিকতা বজায় থাকবে?

অনেকেই মনে করছেন, এতে জনপ্রিয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিপূর্ণ দলগুলো বাদ পড়ে যাবে, যা টুর্নামেন্টের মান ও দর্শক আগ্রহে বাধা ফেলতে পারে। নারী বিভাগের ক্ষেত্রে বাছাই হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। মেয়েরের পদক নির্ধারিত ম্যাচ ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে, আর ছেলেরের ফাইনাল হবে ২৯ জুলাই। ১৪ জুলাই থেকে শুরু হবে অলিম্পিক্সের আনুষ্ঠানিক সূচনা, কিন্তু ক্রিকেট শুরু হয়ে যাবে ১২ জুলাই থেকেই। খেলা চলবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। ভেন্যু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছাকাছি পোমোনা শহরের কোয়ারগ্রাউন্ডস স্টেডিয়াম।



ফিরেই দলকে নাটকীয় জয় এনে দিয়ে ‘দেহরক্ষীর’ অভিষেক রাঙালেন মেসি

আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণে উত্তেজনাময় ম্যাচটিতে শেষ দিকে জমে উঠল যেন চূড়ান্ত রোমাঞ্চ। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের যষ্ঠ মিনিটে লিওনেল মেসি দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে দারুণভাবে বল দিলেন বক্সের ভেতর লুইস সুয়ারেজকে। তিনিও দুজনের পাশ দিয়ে আবার আলতো করে পাস দিলেন বক্সের ভেতর ঢুকে পড়া মেসিকে। আর্জেন্টাইন জাদুকর এবার হালকা টোকায় বল বাড়ালেন গোলমুখে। এগিয়ে এসে শুয়ে পড়ে পা বাড়িয়ে বল জালে পাঠালেন মার্সেলো ভাইগান্ট।

মায়ামি, ৩১ জুলাইঃ গোল করে আর্জেন্টাইন এই ডিফেন্ডার ছুটে এসে কোলে তুলে নিলেন মেসিকে। উল্লাসে মেতে উঠলেন অনার্যও, কিন্তু ক্রতই থামতে হলো তাদের। সহকারী রেফারি দে অফসাইডের পতাকা উঁচিয়ে ধরেছেন! দলের কেউ তা হেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। কোচ হাড্ডির মাসচেরানো বারবার বলছিলেন ডিএয়ার দেখতে। শেষ পর্যন্ত ডিএয়ার থেকেই এলো সিদ্ধান্ত। গোল বৈধ! প্রতিপক্ষের সামনে গিয়ে বুনে উল্লাসে মেতে উঠলেন মেসি। মেসিক্রের ক্লাব আতলাস এফসির বিপক্ষে ২-১ গোলের রোমাঞ্চকর জয়ে লিগস কাপ শুরু করল ইস্টার মায়ামি। মেসি গোল না পেলেও দলের দুটি গোলই আসে তার সহায়তায়। মায়ামির মাঠে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে ম্যাচের তিনটি গোলই হয় দ্বিতীয়ার্ধে। জমজমাট ম্যাচটিতে ম্যাচের ৫৫ শতাংশ সময় বল ধরে রেখে গোলো ১৯টি শট নেয় মায়ামি। এর মধ্যে ৫টি ছিল লক্ষ্যে। আতলাস গোলে ১৫টি শট নিলেও লক্ষ্যে রাখে ৭টি। এই ম্যাচ দিয়ে মায়ামির জার্সিতে অভিষেক হয় রদ্রিগো দে পেরের। পুরো সময় খেলে নিজেই যথেষ্ট মেলে ধরেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। সপ্তম মিনিটে তাতেও বাডিয়েদের পাসে বক্সের ভেতর ভাইগাটের পায়ে লেগে বল যায় তেলোসো সেগোভিয়ার কাছে। ভেনেজুয়েলার মিডফিল্ডারের শট আতলাসের একজনের

পায়ে লেগে উড়ে যায় বারের ওপর দিয়ে। মেসি তখন মাঠের মাঝে শুয়ে ব্যাথা কাতরাচ্ছেন। একটু শুশ্রূষার পর উঠে আবার ছুটতে শুরু করেন তিনি। ২২তম মিনিটে অন্য প্রান্ত থেকে উড়ে আসা বল পেয়ে ডানপ্রান্ত



দিয়ে এগিয়ে যান মেসি। দারুণ এক গুরু বল বাড়ান তিনি আইয়েদেকো। আর্জেন্টাইন উইন্টার বক্সে ঢুকে গড়ানো কোনোক্রিন শট নেন। তবে পা বাড়িয়ে আতলাসের শক্ত করেন গোলকিপার কমিলো ভার্গাস। ২৫তম মিনিটে গোলের খুব কাছাকাছি যায় আতলাস। আলবোসো গপালোসের দারুণ ক্রসে বক্সের

ভেতর ফাঁকায় থেকে হেড করেন এদুয়ার্দো আগুিরে। ডাইভ দিয়ে আলতো করে আঙুল ঠেকিয়ে কোনোরকমে বাইরে পাঠিয়ে দেন মায়ামির গোলকিপার রোকা রিওস নোভো। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে সবচেয়ে সূর্য সুযোগটি

৫৮তম মিনিটে অবশেষে মায়ামির সেই কাল্পিত গোলা অ্যাসিস্ট অফিসিয়ালি মেসির হলেও গোলাটিতে বড় অবদান সের্ভিও ব্রুসকেতসের। বক্সের ভেতর সেগোভিয়ার শট আতলাসের একজনের পায়ে লেগে চলে যায় বক্সের ঠিক বাইরে থাকা ব্রুসকেতসের পায়ে। তিনি দারুণ এক ডিফেন্স চেরা পাসে খুঁজে নেন গোলের একদম সামনে ফাঁকায় থাকা মেসিকে। আতলাসের গোলকিপার ততক্ষণে ছুটে আসছেন। মেসি আলতো করে বল বাড়ান আইয়েদেকো। সঙ্গে থাকা ডিফেন্ডারকে ছিটকে তিনি কাছ থেকে বল পাঠান জালে। মিনিট দুয়েক পরই আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া করেন সুয়ারেজ। আতলাস সমতায় ফেরে ৮০তম মিনিটে। জটিলার মাধ্য থেকে গোল করেন রিভালদো লোসানো। তিন মিনিট পর বক্সের ভেতর থেকে সুয়ারেজের আরেকটি শট দারুণ রিফ্লেক্স দেখিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেন ভার্গাস। এরপর শেষ সময়ের সেই নাটক ও মেসিদের দারুণ জয়ের উল্লাস। মেসিক্রের লিগ এমএক্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দলগুলিকে নিয়ে হয় লিগস কাপ। ৩৬ দলের এদেরের আসরে অংশ নিচ্ছে এমএক্সের ১৮ দলের সবকটি ও মেজর লিগ সকারের সেরা ১৮ দল। টুর্নামেন্টটি ২০২৩ সালে বড় আকারে শুরুর পর প্রথম শিরোপা জিতেছিল মায়ামি। গত আসরে ট্রফি জেতে যুক্তরাষ্ট্রেরই কলম্বাস ক্রু।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ ● নবম সংখ্যা ● ১ আগস্ট ২০২৫

ক্যানসার ও চিকিৎসা

- প্লাস্টিকসার্জারি - পরিবেশের পরিধি
- ব্যাধি মুক্ত হয়ে আনন্দে বাঁচুন
- মুক্তিপ্রদান
- যত দৃষ্টিগোপ্যপথেই সতর্ক থাকার ইঙ্গিত দেয়
- পেরিফেরাল আর্টারি ডিসিজ
- মিনিমাল ইনভেসিভ কার্ডিয়াকসার্জারি (MICS)
- অ্যাপ্রোপ্রিটি ও রক্তের ভার্য
- মানবদেহে কিডনির কাজ
- মুদ্রধরিত ক্যানসার
- ক্যানসার ও চিকিৎসা

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন